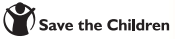


জরুরি কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ  
এবং জবাবদিহিতা  
গুড এনাফ গাইড

জরুরি কার্যক্রমের  
প্রভাব পরিমাপ এবং  
জবাবদিহিতা



আমরা কি ধরনের পরিবর্তন আনছি? আমরা কিভাবে জানি ?

গুড এনাফ গাইড ব্যস্ত মাঠ কর্মীদের দ্রুত ও সহজ পন্থা ব্যবহার করে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে জানতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এটি জরুরি অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপের ক্ষেত্রে মৌলিক নির্দেশনা দেয়। এই গাইডে, 'গুড এনাফ' বলতে বিস্তারিত প্রক্রিয়ার বদলে সরল ও বাস্তব সমাধান বাছাই করাকে বোঝায়। এর মূলকথা হলো, দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সময়, ঐ পরিস্থিতিতে প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতার জন্য দ্রুত, নিরাপদ এবং সহজ টুল ব্যবহার করা।

এই পকেট গাইডটিতে প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা বজায় রাখা ও প্রভাব পরিমাপের জন্য কিছু পরীক্ষিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। গুড এনাফ গাইড মাঠ কর্মী, কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপকদের কথা চিন্তা করে তৈরি করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, তাদের দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। এটি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কাজ এবং স্ফিয়ার (Sphere), হ্যাপ (HAP), এলনাপ (ALNAP) ও পিপল্‌ ইন এইড (People in Aid) সহ বিভিন্ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

গুড এনাফ গাইড ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্টের অংশ হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হল কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস, ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি, মার্সি কর্পস, অক্সফাম জিবি, সেভ দ্যা চিলড্রেন, এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল এর যৌথ উদ্যোগ।

জরুরি কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতা

গুড এনাফ গাইড



ISBN 978-0-85598-594-3



9 780855 985943 > www.oxfam.org.uk/publications

জরুরি কার্যক্রমের  
প্রভাব পরিমাপ এবং  
জবাবদিহিতা

শুড এনাফ গাইড

# জরুরি কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতা

## ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট

জরুরি কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতা: গুড এনাফ গাইড ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্টের অংশ হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি নিরসনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে এই প্রকল্পটি নেয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদানের গতি, মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। যেন মানবিক সংগঠনগুলো জরুরি অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত নারী, পুরুষ এবং শিশুদের জীবন রক্ষা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অধিকার সুরক্ষা করতে পারে।

## ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্টের অর্থায়ন করেছে বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এবং মাইক্রোসফট কর্পোরেশন। জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের অঙ্গীকার ছাড়া এই গুড এনাফ গাইডটি প্রস্তুত ও প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

## যারা অবদান রেখেছেন

গুড এনাফ গাইড নিম্নোক্ত সংস্থাগুলোর মাঠ এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণের অবদানে সমৃদ্ধ:

- কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল
- ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস
- ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি
- মার্সি কর্পস
- অক্সফাম জিবি
- সেভ দি চিলড্রেন
- ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল

এ সহায়িকাটি প্রস্তুত করতে আরও যারা অবদান রেখেছেন: ফিন্সার প্রকল্প, দি হিউম্যানিটেরিয়ান একাউন্টাবিলিটি পার্টনারশিপ, দি এ্যাকটিভ লানির্ং নেটওয়ার্ক ফর একাউন্টাবিলিটি এন্ড পারফরমেন্স ইন হিউম্যানিটেরিয়ান এ্যাকশন এবং আরও অনেক সংস্থার কর্মীগণ। অনুচ্ছেদ আট (৮) এ অন্যান্য উত্থাসূত্র এবং উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। বইয়ের শেষে ব্যক্তিগতভাবে যারা অবদান রেখেছেন তাদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

## গুড এনাফ গাইড

## ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট

*Impact Measurement and Accountability in Emergencies: The Good Enough Guide* was first published in the United Kingdom in English in March 2007 by Oxfam Publishing for the Emergency Capacity Building Project under Oxfam ISBN 978-0-85598-594-3

English Text © World Vision International for the Emergency Capacity Building Project 2007

Bangla text and additional material commissioned in Bangladesh by Care Bangladesh, Concern Worldwide, Catholic Relief Services (CRS), Oxfam, Save the Children, and World Vision® Save the Children for The Emergency Capacity Building Project 2010

This Bangla edition © Save the Children for the Emergency Capacity Building Project 2010

Bangla edition first published by Save the Children 2010 under ISBN 978-984-33-1304-1

২০০৭ সালের মার্চ মাসে ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট এর জন্য অল্পকাম জিবি কর্তৃক যুক্তরাজ্যে প্রথম প্রকাশিত। অল্পকাম আই.এস.বি.এন. ৯৭৮-০-৮৫৫৯৮-৫৯৪-৩ (মূল ইংরেজি গ্রন্থ)।

ইংরেজি টেক্সট স্বত্ব © : ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল, ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট ২০০৭।

বাংলা টেক্সট ও বাংলাদেশ সংযোজন করেছেন কেয়ার বাংলাদেশ, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস, অল্পকাম জিবি, সেভ দ্যা চিলড্রেন, এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল। স্বত্ব © : ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট ২০১০ এর পক্ষে সেভ দ্যা চিলড্রেন।

এই বাংলা সংস্করণ এর স্বত্ব © : ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট ২০১০ এর পক্ষে সেভ দ্যা চিলড্রেন

বাংলা সংস্করণ সেভ দ্যা চিলড্রেন কর্তৃক ২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত, আই.এস.বি.এন. ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-১৩০৪-১ (বাংলা অনুবাদ)

এ প্রকাশনার সুবিন্যস্ত গ্রন্থতালিকাটি ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে।

স্বত্ব সংরক্ষিত। নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে এ প্রকাশনার যে কোনো অংশ পুনর্মুদ্রণ, অনুলিপি, পরিবর্তন অথবা অনুবাদ করা যেতে পারে:

- প্রকাশকের পূর্বলিখিত অনুমতিক্রমে, অথবা
- কপিরাইট লাইসেন্সিং এজেন্সি লিমিটেড অথবা জাতীয় লাইসেন্সিং সংস্থার অনুমতিক্রমে
- ৯০ টোনেমহাম কোর্ট রোড, লন্ডন ডব্লিউ ১ পি ৯ এইচই, ইউকে
- সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের পর্যালোচনার কোর্টেশন হিসাবে, অথবা
- নিম্নোক্ত বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে।

এ প্রকাশনাটি কপিরাইট আওতাধীন, কিন্তু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে যে কোনো রকম মূল্য পরিশোধ ছাড়াই পুনরায় তৈরি করা যাবে, তবে তা বিক্রির উদ্দেশ্যে নয়। এ ধরনের ব্যবহারের জন্য পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। তবে সাধারণত তাত্ক্ষণিকভাবে অনুমতি দেয়া হয়। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে এ বইয়ের অনুলিপি, অন্য প্রকাশনার পুনঃব্যবহার, অনুবাদ বা সংযোজনের জন্য প্রকাশকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মূল্যও পরিশোধ করতে হতে পারে।

এ বইটি পাওয়া যাবে:

বি.ই.বি.সি ডিস্ট্রিবিউশন, পোস্ট বক্স ১৪৯৬, পার্কস্টোন, ডরসেট, বি.এইচ.১২০ওয়ারাই.ডি, যুক্তরাজ্য।

টেলি: +৪৪(০)১২০২৭১২৯৩৩, ফ্যাক্স: +৪৪(০)১২০২৭১২৯৩৩;

ই-মেস: [oxfam@bebc.co.uk](mailto:oxfam@bebc.co.uk)

যুক্তরাষ্ট্র: স্টাইলাস পাবলিশিং এল.এল.সি, পোস্ট বক্স ৬০৫, হার্নডন, ডি.এ. ২০১৭২-০৬০৫, ইউএসএ।

টেলি: +১(০)৭০৩৬৬১১৫৮১, ফ্যাক্স: +১(০)৭০৩৬৬১১৫৮১;

ই-মেস: [styluspub@aol.com](mailto:styluspub@aol.com)

অন্যান্য দেশের স্থানীয় এজেন্ট ও প্রতিনিধিদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইটে দেখুন:

[www.oxfam.org.uk/publications](http://www.oxfam.org.uk/publications)

অথবা অল্পকাম পাবলিশিং এর সাথে যোগাযোগ করুন

টেলি: +৪৪(০)১৮৬৫৪৭৩৭২৭, ই-মেস: [publish@oxfam.org.uk](mailto:publish@oxfam.org.uk)

অন-লাইনে বইটি খোঁজা এবং ক্রয়ের সুবিধার্থে আমাদের ওয়েবসাইটে একটি পরিপূর্ণ তথ্যতালিকা রয়েছে।

প্রকাশক: অল্পকাম জিবি, অল্পকাম হাউজ, জন শিখ ড্রাইভ, কার্ডিফ, অল্পকোর্ড, ও.এস.৪২জে.ওয়ারাই, যুক্তরাজ্য।

ইনফরমেশন প্রেস, অ্যান্ড্যানশাম কর্তৃক মুদ্রিত।

অল্পকাম জিবি একটি নিবন্ধনকৃত দাতব্য প্রতিষ্ঠান, নং ২০২৯১৮ এবং অল্পকাম ইন্টারন্যাশনাল এর সদস্য।

এই বইয়ের পৃষ্ঠা ১ থেকে ৭১ পর্যন্ত মূল ইংরেজি বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে এবং কপিরাইট সংরক্ষিত। পৃষ্ঠা ৭২ থেকে ৭৪ বাংলাদেশ কনসার্নসহ কর্তৃক সংযোজিত। এটি মূল বইয়ের অংশ নয় এবং ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট এর মতামত বহন করে না।

শুভ এনাফ গাইড বাংলা বইটি ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট বাংলাদেশ কনসার্নসহের পক্ষে সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউএসএ কর্তৃক ২০১০ সালে প্রথম প্রকাশিত।

ঠিকানাঃ বাড়ি ১এ(২), রোড-৯১, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

ফোনঃ ৮৮০-২-৮৮২৮০৮১, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৮৮৬৩৭২, ই-মেইলঃ [scusbfo@savechildren.org](mailto:scusbfo@savechildren.org)

## সূচিপত্র

মুখবন্ধ: জবাবদিহিতা এবং প্রভাব পরিমাপের মূল উপাদান	১
সংজ্ঞা	৪
শুভ এনাফ গাইড ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি	৬
অনুচ্ছেদ ০১ প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করা	৯
অনুচ্ছেদ ০২ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিবরণ প্রস্তুত করা	১৩
অনুচ্ছেদ ০৩ জনগণের প্রত্যাশিত পরিবর্তন চিহ্নিত করা	১৭
অনুচ্ছেদ ০৪ প্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে কিনা জানা ও ফিডব্যাক প্রক্রিয়ায় দ্বিপাক্ষিক করা	২১
অনুচ্ছেদ ০৫ ফিডব্যাকের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়ন করা	২৫
অনুচ্ছেদ ০৬ টুলস	২৮
টুল ১	৩০
কিভাবে সংস্থাকে পরিচিত করবেন: একটি চেকলিস্ট	
টুল ২	৩২
সংস্থার জবাবদিহিতা কতটুকু? তথ্য যাচাই	
টুল ৩	৩৪
কিভাবে প্রকল্পের সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন	
টুল ৪	৩৬
কিভাবে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিবরণ প্রস্তুত ও তাদের প্রাথমিক চাহিদা নিরূপণ করবেন	
টুল ৫	৩৮
কিভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন	
টুল ৬	৪০
কিভাবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) পরিচালনা করবেন	
টুল ৭	৪২
কিভাবে জরিপের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবেন	
টুল ৮	৪৩
কিভাবে শিশু-সুরক্ষার চাহিদা নিরূপণ করবেন	
টুল: ৯	৪৪
কিভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন	
টুল-১০	৪৫
কিভাবে সূচক চিহ্নিত ও ব্যবহার করবেন	
টুল-১১	৪৮
কিভাবে লেসনস লার্নড (Lessons Learned) সভা আয়োজন করবেন	
টুল-১২	৪৯
কিভাবে অভিযোগ গ্রহণ ও সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া গঠন করবেন	
টুল-১৩	৫২
কিভাবে মৌখিক প্রতিবেদন দিবেন	
টুল-১৪	৫৩
কিভাবে প্রকল্প সমাপ্ত করবেন	

অনুচ্ছেদ ০৭ জবাবদিহিতার অন্যান্য পদক্ষেপ	৫৫
অনুচ্ছেদ ০৮ উৎস, অন্যান্য তথ্য এবং শব্দ সংক্ষেপ	৫৭
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	৬৮
নোট রাখুন	৭০
গুডএনাক্স গাইড: বাংলাদেশ সংযোজন	৭২

## মুখবন্ধ:

### জবাবদিহিতা এবং প্রভাব পরিমাপের মূল উপাদান

জবাবদিহিতা এবং প্রভাব পরিমাপের মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করে গুড এনাক্স গাইড তৈরি করা হয়েছে। নাইরোবিতে, ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট এর সাতটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের কর্মশালার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত মূল উপাদানগুলো প্রস্তুত করা হয়।

### জবাবদিহিতার মূল উপাদান

মানবিক (humanitarian) সংস্থার কর্মীরা অবশ্যই নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করবেন:

১. সকল উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডারের কাছে তাদের সংগঠনের পরিচিতি, পরিকল্পনা এবং জনগণের ত্রাণ সহায়তা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করবেন।
২. উপকারভোগীদের সাথে নিয়মিত আলোচনা এবং পরামর্শ গ্রহণ করবেন। মানবিক সংস্থার ত্রাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এ বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবেন। ‘পরামর্শ’ (consultation) বলতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং উপকারভোগীদের মধ্যে তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আদান-প্রদান বোঝানো হয়েছে। এগুলো হলো:
  - উপকারভোগীদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা
  - সংস্থার প্রকল্পের পরিকল্পনা
  - উপকারভোগীদের অধিকার
  - সংস্থার পরিকল্পনা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের উপর উপকারভোগীদের ফিডব্যাক ও প্রতিক্রিয়া

৩. ফিডব্যাক প্রদানের সুপরিকল্পিত পছা প্রতীষ্ঠা করবেন:

- সংস্থাগুলো তাদের কাজের অগ্রগতি উপকারভোগীদের কাছে জানাবেন
- উপকারভোগীরা সংস্থাগুলোর কাছে প্রকল্পের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা তা জানাবেন
- উপকারভোগীরা প্রকল্পের ফলে তাদের জীবনে যে পরিবর্তন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করবেন

৪. প্রাপ্ত ফিডব্যাকের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন, পরিবর্তন করবেন এবং উন্নয়ন করবেন। প্রকল্পের কাজের ফলে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা বা কেন পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি তা স্টেকহোল্ডারের কাছে ব্যাখ্যা করবেন।

৫. প্রকল্পটির বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতাগুলো স্টেকহোল্ডারের কাছে সততা, স্বচ্ছতা ও বস্তনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

৬. সংগৃহীত তথ্য নিয়মিত ও সক্রিয়ভাবে প্রকল্প উন্নয়নে ব্যবহার করবেন।

## প্রভাব পরিমাপের মূল উপাদান

প্রভাব পরিমাপ হলো, মানবিক (humanitarian) প্রকল্পের ফলে জনগণের যে গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তন এসেছে তা নির্ণয় করা। মানবিক প্রকল্পের কর্মীরা অবশ্যই নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন:

১. ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত -জনগোষ্ঠীর বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করবেন।
২. যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশিত পরিবর্তন চিহ্নিত করবেন।
৩. প্রত্যাশিত পরিবর্তনের সাপেক্ষে প্রকল্পের প্রদত্ত সহায়তা ও প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই করবেন।
৪. অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করবেন যাতে:
  - তাদের প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলো সহজে বোঝা যায়
  - একটি বেইজলাইন তৈরি হয় এবং প্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে কিনা যাচাই করা যায়

## সংজ্ঞা

## প্রভাব পরিমাপ (Impact measurement)

শুড এনাফ গাইডে 'প্রভাব পরিমাপ' বলতে- মানবিক প্রকল্পের ফলে জনগণের জীবন-জীবিকায় যে পরিবর্তনগুলো এসেছে তার ফলাফল নির্ণয় করাকে বোঝায়। দুর্যোগে সাড়া প্রদানকালে প্রভাব পরিমাপ সব সময় সহজ নয়। সাধারণভাবে প্রভাব পরিমাপ বলতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে 'আমরা কি ধরনের পরিবর্তন আনছি?' তা জানাকে বোঝায়। কারণ প্রকল্প ও তার প্রভাব সম্পর্কে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য সবার দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ, যা দুর্যোগের সাড়া প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলোতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মতামত প্রকাশের সুযোগ নিশ্চিত করে।

## জবাবদিহিতা (Accountability)

'জবাবদিহিতা' বলতে বোঝায় কিভাবে একটি সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন ঘটায়। অধিকাংশ এনজিও'র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী যেমন, দাতা সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু শুড এনাফ গাইডে জবাবদিহিতা বলতে জরুরি অবস্থায় সংস্থার সাড়া প্রদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, পুরুষ ও শিশুদেরদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাকে বোঝানো হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের প্রভাবে যে পরিবর্তন তারা দেখতে চান তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

## উপকারভোগী (A beneficiary)

শুড এনাফ গাইডে 'দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী' এবং 'উপকারভোগী' বলতে বয়স, প্রতিবন্ধী, জেডার, নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত, ধর্ম, লিঙ্গ এবং সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সমাজের সকল গোষ্ঠীর সকল সদস্যকে বোঝায়।

## শুড এনাফ (Good enough)

এই গাইডে, 'শুড এনাফ' বলতে বিস্তারিত প্রক্রিয়ার বদলে সরল সমাধান বাছাই করাকে বোঝায়। 'শুড এনাফ' কোনো বিকল্প সমাধান নয়: এর মূলকথা হলো, দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সময়, ঐ পরিস্থিতিতে প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতার জন্য দ্রুত এবং সহজ সমাধান বেছে নেয়া যা বাস্তবসম্মত। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে, বাছাইকৃত সমাধানগুলো পুনরায় যাচাই এবং কর্মপন্থাটিকে সেই অনুযায়ী সংশোধন করা।

## গুড এনাফ গাইড ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

দুর্যোগে সাড়া প্রদানকালে কোন পদ্ধতিগুলো কার্যকরী এবং কোনগুলো কার্যকরী নয় এ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো অধিকাংশক্ষেত্রে জানতে চাওয়া হয় না। এ প্রশ্নগুলো মূল্যায়নকারীদের জন্য রেখে দেয়া হয়। এর ফলে যে সব তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারত এবং জীবন বাঁচাতে পারত তা শুধুমাত্র একটি দুর্যোগে সাড়া প্রদান কার্যক্রম শেষ হবার পরই জানা যায়।

প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ করার অন্যতম উপায় হলো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, পুরুষ ও শিশুদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। বহু বছর ধরে এনজিও'রা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আশ্বাস দিয়ে আসছে: তারা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে সাড়া প্রদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করবে।

এই আশ্বাসগুলো বাস্তবে রক্ষা করা কঠিন। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা যেমন প্রকৃত উপায় না জানা, সময় ও কর্মী স্বল্পতা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে দুর্যোগে সাড়া প্রদানকালে প্রভাব পরিমাপ ও জবাবদিহিতা প্রায়ই স্থবির হয়ে পড়ে।

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাতটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তারা নাইরোবিতে একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় দুর্যোগের প্রভাব পরিমাপ ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলো কিভাবে দুর্যোগের সময় বাস্তবসম্মতভাবে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা যায় তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়। তারা কিছু মূল উপাদান বা ধারণা সম্বন্ধে একমত হন, যা পৃষ্ঠা ১-৩ এ দেখানো হয়েছে। এই কর্মশালার ফলশ্রুতিই হলো এই বই, বিভিন্ন টুল এবং গুড এনাফ তত্ত্ব।

গুড এনাফ গাইড মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং ব্যবস্থাপকদের কথা চিন্তা করে তৈরি করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, তাদের দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। এটি

স্ফিয়ার (Sphere), হ্যাপ (HAP), এলনাপ (ALNAP) এবং পিপল্ ইন এইড (People in Aid) সহ আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাজ ও সংস্থাগুলোর নিজস্ব উদ্যোগের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে ৫৫ পাতায় দেখুন।

এই গাইডটি কোনো এনজিও'র নিজস্ব নীতিমালা অথবা বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে গৃহীত যৌথ নীতিমালাকে প্রতিস্থাপন করে না। এটি প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতার বিষয়ে শেষ কথা নয়। গুড এনাফ গাইড মাঠকর্মীদের দ্রুত ও সহজ পছন্দ ব্যবহার করে দুটো প্রশ্ন করতে সহায়তা করে। প্রাপ্ত উত্তর তাদেরকে সংস্থার কাজ সম্পর্কে জনগণের মতামত জানতে ও সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। প্রশ্ন দুটি হলো:

আমরা কি ধরনের পরিবর্তন আনছি?

কিভাবে আমরা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, পুরুষ এবং শিশুদের সাড়া প্রদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি?

### গুড এনাফ গাইড ব্যবহার পদ্ধতি

গাইডটির অনুচ্ছেদ ১-৫ আলাদাভাবে অথবা ধারাবাহিকভাবে পড়তে পারেন। জরুরি অবস্থায় প্রভাব পরিমাপ ও জবাবদিহিতার জন্য সংশ্লিষ্ট কিছু টুল প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ টুলগুলো অনুচ্ছেদ ৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

গাইডটিতে ব্যবহৃত টুলগুলোর মধ্যে কিছু নতুন টুল আছে যা ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এবং ইউম্যানিটারিয়ান একাউন্টাবিলিটি পার্টনারশিপের (Humanitarian Accountability Partnership) সদস্য সংস্থাগুলোর বিভিন্ন কার্যবলী থেকে নেয়া হয়েছে। এই টুলগুলোই সব নয়। তারপরও টুলগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে কারণ দুর্যোগে সাড়া প্রদানকালে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতার টুলগুলো দেখে নেওয়ার সুযোগ খুবই কম থাকে।

এখানে মনে রাখা দরকার, 'গুড এনাফ' টুলগুলো ব্রুশিন্ট নয়। এগুলো কেবলমাত্র প্রস্তাবিত, নির্ধারিত নয়। প্রতিটি টুল আলাদাভাবে অথবা প্রয়োজন অনুসারে অন্য টুল এর সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে টুলগুলো ব্যবহার করুন।



মনে রাখতে হবে এগুলোর পরেও মাঠ কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, উপদেশ এবং সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে।

‘গুড এনাফ’ পছন্দ গ্রহণ কোনো বিকল্প সমাধান নয়। এর অর্থ হলো বিস্তারিত সমাধানের চেয়ে সরল সমাধান ব্যবহার করা। একটি টুল যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ‘গুড এনাফ’ তা পরবর্তীতে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে চাহিদা, সম্পদ অথবা নিরাপত্তা পরিস্থিতির বিচারে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, গুড এনাফ পছন্দ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হলো, আপনি যে পরিস্থিতিতে কাজ করছেন তা বিবেচনা করে নিরাপদ, দ্রুত এবং সহজে ব্যবহার করা যায় এমন টুল বেছে নেয়া। যে সকল প্রশ্নের মাধ্যমে একটি টুল গুড এনাফ কিনা তা জানা যাবে:

- মাঠ কর্মী এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কোনো ক্ষতি না করে আমরা এই টুল ব্যবহার করতে পারি কি?
- সময়ের প্রেক্ষিতে টুলটি ব্যবহার উপযোগী কি?
- টুলটি বাস্তবসম্মত কি?
- টুলটি ব্যবহার করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ যেমন- সময়, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী এবং অর্থ আছে কি?
- ব্যবহারকারীদের জন্য টুলটি কতটা উপযোগী ?
- টুলটি যথাসম্ভব সহজবোধ্য কি?
- সর্বজনস্বীকৃত মানবিক মূল্যবোধ, মানদণ্ড এবং নির্দেশাবলী আমরা অনুসরণ করেছি কি ?
- ভবিষ্যতেও এটি ‘গুড এনাফ’ থাকবে কি? আমরা এই টুলটি ব্যবহার কখন পুনর্মূল্যায়ন করব?

## অনুচ্ছেদ ০১:

### প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করা

#### কেন?

একটি প্রকল্পে দাতাগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য এনজিওসহ যত বেশি সম্ভব স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা জরুরি। তবে মানবিক (Humanitarian) কোড ও মূলনীতিতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, পুরুষ এবং শিশুদেরকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। জবাবদিহিতা বলতে একটি সংস্থা ও এর প্রস্তাবিত কার্যাবলী সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সময়মত এবং পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করাকে বোঝায়। এর অর্থ তাদের মতামত প্রকাশ, প্রকল্প প্রস্তুতিতে প্রভাব বিস্তার, প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা এবং প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল বিচার করার সুযোগ নিশ্চিত করা। প্রকল্প মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে, জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ প্রকল্পের ফলাফলের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। মানবিক (Humanitarian) কর্মীদের মতে, জবাবদিহিতা হলো মৌলিক অধিকার ও মূল্যবোধের সমন্বয়।

#### কখন?

আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ প্রায়ই ধারণা করে নেয় যে, সবাই জানে তারা কে এবং কি করছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধারণা ভুল। যত দ্রুত সম্ভব জনগণকে আপনার সংস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করুন।

একইভাবে, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, পুরুষ এবং শিশুদের সংস্থার প্রকল্প পরিকল্পনা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান সামগ্রী এবং জবাবদিহিতার অধিকারসহ) যত দ্রুত সম্ভব তথ্য প্রদান করুন। প্রকল্প শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ করুন।

**কিভাবে?**

প্রকল্প সম্পর্কিত সকল তথ্য স্থানীয় ভাষায় যে কোনো মাধ্যম যেমন- নোটিশ বোর্ড, সভা, সংবাদপত্র এবং রেডিও বার্তা ব্যবহার করে সরবরাহ করুন। কর্মীগণ, বিশেষ করে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীগণ আপনার সংস্থা এবং কাজ সম্পর্কে যেন পরিপূর্ণ ধারণা পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন (টুল ১)। মনিটরিং এবং চাহিদা নিরূপণের সময় নারী এবং পুরুষ উভয়কে তথ্য সংগ্রহের আওতায় আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের ক্ষেত্রে যেন দুর্বোধ্য ক্ষতিগ্রস্ত নারী, শিশু এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী বাদ না পড়ে। টুল ২ ব্যবহার করে আপনার জবাবদিহিতা যাচাই করুন।

‘গুড এনালফ’ পছা এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট, সম্পদ ও নিরাপত্তা বিষয়ক আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে অন্য কোনো টুল ব্যবহার করা যায় কিনা সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। জরুরি সাড়া প্রদানের সকল পর্যায়ে কিভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করা যায় এ বিষয়ে অনুচ্ছেদ ২-৫ এ আরো কিছু প্রস্তাবনা দেয়া হলো।

**প্রস্তাবিত টুলস**

টুল ১ কিভাবে সংস্থাকে পরিচিত করবেন: একটি চেকলিস্ট > পৃষ্ঠা ৩০

টুল ২ সংস্থার জবাবদিহিতা কতটুকু? তথ্য যাচাই > পৃষ্ঠা ৩২

টুল ৩ কিভাবে প্রকল্পের সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন > পৃষ্ঠা ৩৪

টুল ১৪ কিভাবে প্রকল্প সমাপ্ত করবেন > পৃষ্ঠা ৫৩

**শ্রীলঙ্কায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রদান**

২০০৪ সালে এশিয়ান সুনামির পরপরই আমরা ‘আমপারা’তে আমরা একটি প্রোগ্রাম কমিটি করি। আমরা একটি বড় জনসমাবেশের আয়োজন করি এবং কাজে সহায়তার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করতে বলি। আমরা এই স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করি।

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য উপকারভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া ও তালিকা নোটিশবোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করি। এ তালিকাটি দেখা এবং অভিযোগ জানানোর জন্য জনগোষ্ঠীকে এক সপ্তাহ সময় দেই। আমরা বাট্রিকালোয়াতে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করি। জনগণ যাতে আমাদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য আমরা একটি চারপাতার প্রচারপত্র বের করি।

তথ্যসূত্র: শেরিয়ান ম্যাথিউ, অজ্জফাম জিবি, শ্রীলঙ্কা

## অনুচ্ছেদ ০২:

### দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিবরণ প্রস্তুত করা

#### কেন?

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণের একটি সাধারণ বিবরণ প্রস্তুত করুন যাতে কাদের বেশি সহযোগিতার প্রয়োজন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। বয়স, প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক অবস্থান, জাতিসত্তা বা ধর্মভেদে নির্দিষ্ট কিছু জনগণ অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

সাড়া প্রদানের জন্য যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ সম্পর্কে সাধারণ তথ্য অত্যাবশ্যকীয়। যে সকল সংস্থা কোন দুর্যোগে কারা কি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা না নিরূপণ করেই সাড়া প্রদান শুরু করে, তাদের সহযোগিতা অপ্রয়োজনীয়, অনুপোযোগী অথবা সর্বাধিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছাতে ব্যর্থ হতে পারে।

#### কখন?

মানুষের জীবন ও জীবিকা যখন আসন্ন ঝুঁকির মধ্যে থাকে তখন মানবিক সংগঠনগুলোর দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আক্রান্ত এলাকার জনগণ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যের অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়। চাহিদা নিরূপণের সময়ই যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের একটি বিবরণ প্রস্তুত করুন। তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করুন এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে অথবা নতুন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই তা সংযুক্ত করুন।

**কিভাবে?**

প্রত্যেক জরুরি অবস্থার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। ধীরগতির দুর্যোগে পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য অধিক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় অথবা দ্রুতগতির দুর্যোগের ক্ষেত্রে, মার্চ কর্মী ও উপকারভোগীদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহ বিপদজনক ও কঠিন হতে পারে। এ কারণে সেকেন্ডারী (Secondary Information) কি ধরনের তথ্য আছে তা জানা কর্মীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেকেন্ডারী তথ্যের উৎস হতে পারে:

- সংস্থার স্থানীয় মাঠকর্মী
- সংস্থার বিভিন্ন ফাইল
- অন্যান্য সংস্থাসমূহ যেমন- সরকারি, জাতিসংঘ, স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক এনজিও।

উদাহরণস্বরূপ, সরকারি ও জাতিসংঘ সংস্থাসমূহে দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার পরিসংখ্যানগত তথ্য থাকতে পারে।

বেশিরভাগ দুর্যোগেই সাড়া প্রদানের প্রাথমিক পর্যায়ে কমপক্ষে কিছু উপকারভোগী জনগণকে সরাসরি যুক্ত করা সম্ভব। সময় ও সুযোগ অনুযায়ী তাদের বিবরণ পুনরায় প্রস্তুত করা যেতে পারে।

চাহিদা নিরূপণকারী দলটি নারী ও পুরুষ উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে। কারণ পুরুষসর্বন্ব দলের পক্ষে মহিলাদের বিপদাপন্নতা নির্ণয় করা কঠিন। দলটি নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে কথা বলবে এবং বিশেষ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী যেমন শিশুদের চাহিদা নিরূপণ করবে (টুল ৮)। প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য সংস্থার কর্মীরা যখনই সম্ভব নিরীক্ষা করার চেষ্টা করবে।

সম্ভব হলে যৌথ চাহিদা নিরূপণ, স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, তথ্য বিনিময়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঘাটতি চিহ্নিত করার জন্য সকল স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

**প্রস্তাবিত টুলস**

- টুল ৪** কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিবরণ প্রস্তুত ও তাদের প্রাথমিক চাহিদা নিরূপণ করবেন > পৃষ্ঠা ৩৬
- টুল ৫** কিভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন > পৃষ্ঠা ৩৮
- টুল ৬** কিভাবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) পরিচালনা করবেন > পৃষ্ঠা ৪০
- টুল ৭** কিভাবে জরিপের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবেন > পৃষ্ঠা ৪২
- টুল ৮** কিভাবে শিশু-সুরক্ষার চাহিদা নিরূপণ করবেন > পৃষ্ঠা ৪৩

**দুর্যোগে সাড়া প্রদান কার্যক্রম****গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সম্পৃক্তকরণ**

যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাথে কথা বলা সম্ভব। সময় সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো খুবই কম সংখ্যক সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব, এ জন্য সর্ভকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বাছাই করতে হবে।

প্রথমই সেকেন্ডারী সকল তথ্য হতে ও মূল তথ্য প্রদানকারীর মাধ্যমে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দ্রুত এবং তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সর্বাধিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী বাছাই করতে হবে। পরিশেষে, দৈব চয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত ও দলগত তথ্য প্রদানকারী বাছাই করতে হবে।

এই তিনটি ধাপের প্রতিটি ন্যূনতম এক ঘণ্টায় করা সম্ভব, যদিও অধিক সময় নিয়ে কাজ করলে কাজটি নিখুঁত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

সংস্থার প্রাথমিকভাবে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য হাতে আসার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। পরবর্তীতে আরো তথ্যের ভিত্তিতে তাদের কাজকে পুনঃবিন্যস্ত করা উচিত। নিরূপণ এবং বাস্তবায়ন একই সাথে চলবে।

তথ্যসূত্র: আইএফআরসি (২০০৫), বিশ্ব দুর্যোগ প্রতিবেদন ২০০৫।

### অনুচ্ছেদ ০৩:

## জনগণের প্রত্যাশিত পরিবর্তন চিহ্নিত করা

### কেন?

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল বিচারক। জনগণের প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলোই হলো একটি প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপের গুরুত্বপূর্ণ সূচক। যখন উপকারভোগীরা প্রত্যাশিত পরিবর্তনসমূহ নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় তখন প্রকল্পের প্রভাব ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, প্রকল্পের সাথে জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা না থাকলে সাড়া প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী বাদ পড়তে পারে। এতে অর্থের অপচয় এবং জনগোষ্ঠীর দুর্দশা আরও বাড়ে।

জনগণকে প্রকল্প পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা হলে তারা এটিকে নিজের বলে মনে করবে এবং দায়িত্ব নেবার আগ্রহ বোধ করবে। বিশেষ করে যখন এনজিওগুলো জনগোষ্ঠীকে এমন কিছু যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে যেমন- পানির পাম্প, এবং ল্যাট্রিন যেগুলোর দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় তখন এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

### কখন?

সাড়া প্রদান কার্যক্রমের শুরুতে গণমাধ্যম, দাতা সংস্থা এবং সরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত চাপ আসতে পারে। তারা অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতি প্রদানে বাধ্য করতে পারে যা একটি সংস্থার পক্ষে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অনুভূতি এবং প্রকল্পের ফলাফল হিসাবে তারা কি দেখতে চায় সে বিষয়ে জানতে হবে। কারণ দুর্যোগে তাদেরই বসতি, পরিবার এবং পরিচিত পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আলোচনা বা পরামর্শের (Consultation) অর্থ এই নয় যে, অন্যদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো একটি নামমাত্র আলোচনা সভার মাধ্যমে সকলকে জানানো। এর অর্থ পুরো প্রকল্প জুড়ে সময়মতো যথার্থ তথ্য প্রদান করা এবং

আপনার সংস্থা কি করতে পারে অথবা পারে না সে সম্পর্কে খোলামেলা ও বাস্তবমুখী আলোচনার মাধ্যমে জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা।

### কিভাবে?

জনগণের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, গ্রাম সভা (টুল ৩) এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (টুল ৬)। জনগোষ্ঠীর মধ্যকার বিশেষ দলগুলোর চাহিদা জানতে পৃথক আলোচনার আয়োজন করুন। এটা ধরে নেবেন না যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ অথবা সম্ভাব্য বিপদাপন্ন বা প্রান্তিক দলগুলোর পক্ষে প্রভাবশালী মুখপাত্ররাই কথা বলবেন।

জনগোষ্ঠীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ গুণগত ও পরিমাণগত সূচক প্রস্তুত করার জন্য আলোচনা করুন (টুল ১০)। আপনাদের আলোচনা, চিহ্নিত চাহিদা এবং সূচকের একটি তালিকা প্রস্তুত রাখুন (দাতা সংস্থা না চেয়ে থাকলেও)। এই তথ্য ব্যবহার করে পরিবর্তন এবং প্রভাব পরিমাপ করুন। অর্জিত শিখন (Lessons Learned) লিপিবদ্ধ করুন এবং প্রকল্পকর্মী ও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানান (টুল ১১)।

### প্রস্তাবিত টুলস

- টুল ৩ কিভাবে প্রকল্পের সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন > পৃষ্ঠা ৩৪
- টুল ৫ কিভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন > পৃষ্ঠা ৩৮
- টুল ৬ কিভাবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) পরিচালনা করবেন > পৃষ্ঠা ৪০
- টুল ১০ কিভাবে সূচক চিহ্নিত ও ব্যবহার করবেন > পৃষ্ঠা ৪৫
- টুল ১১ কিভাবে লেসনস লার্নড (Lessons Learned) সভা আয়োজন করবেন > পৃষ্ঠা ৪৮

### জনগণ যে ফলাফল প্রত্যাশা করে দ্রুত সে বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন

২০০৪ সালে শ্রীলংকায় সুনামির পরে গৃহহীন পরিবারগুলোর জন্য সরকার, এনজিও এবং বেসরকারি ঠিকাদাররা খুব দ্রুত অস্থায়ী বাড়ি প্রদান শুরু করে। কিন্তু পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে তেমনভাবে সম্পৃক্ত করেনি। এর ফলে কিছু নিম্নমানের বাড়ি তৈরি হয়েছিল যেগুলো বসবাসের উপযোগী নয়। ফলে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছিল।

অল্পফাম, শ্রীলংকায় একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পে গৃহহীন নারী ও পুরুষের সাথে পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন করে। এখানে অল্পফাম, ফিয়ার প্রকল্পের আন্তর্জাতিক সূচক এবং মানদণ্ড ব্যবহার করে। অল্পফামের কর্মীগণ বাড়ি তৈরির পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সাথে বাড়ির আকার, নকশা, সামগ্রী এবং তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছায়।

তথ্যসূত্র: ইভান স্কট, অল্পফাম জিবি।

### অনুচ্ছেদ ০৪:

প্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে কিনা জানা ও

ফিডব্যাক প্রক্রিয়াটি দ্বিপাক্ষিক করা

কেন?

প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য সরবরাহকৃত পণ্য ও সেবাসমূহের একটি ধারাবাহিক তথ্য রাখুন। একই সাথে দুর্বোঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ প্রকল্পের ফলে যে পরিবর্তন চায় তা অর্জিত হচ্ছে কিনা তা জানতে ফিডব্যাক ও অভিযোগ গ্রহণ করুন। ফিডব্যাক প্রক্রিয়াকে দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া (Two-way Process) হিসাবে গড়ে তুলুন। সূচক এবং উত্থাপিত ইস্যুগুলোর ভিত্তিতে প্রকল্পের অগ্রগতি উপকারভোগীদের জানান।

পরিবর্তন যাচাই এবং দ্বিপাক্ষিক ফিডব্যাক প্রক্রিয়া তৈরি করা নিম্নোক্ত কারণে অপরিহার্য:

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উৎকর্ষসাধন
- ঘাটতি, উদ্ভূত চাহিদা এবং সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ
- কর্মীদের কাজে সহায়তা এবং স্বীকৃতি প্রদান
- অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- জনগোষ্ঠী এবং স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- জবাবদিহিতার চর্চা

ফিডব্যাক ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক হতে পারে, কিন্তু অভিযোগের অর্থই হলো কোনো একটি বিষয় হয়তো সঠিকভাবে কাজ করছে না। প্রভাব পরিমাপ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং শিখনের জন্য অভিযোগ গ্রহণ এবং এর সাড়া প্রদান পদ্ধতি অত্যাবশ্যকীয়। দুর্নীতি, নিপীড়ন অথবা প্রতারণার ঘটনা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য।

কখন?

প্রকল্পের পুরো সময়ে যতবার সম্ভব পরিবর্তন যাচাই, ফিডব্যাক আদান-প্রদান ও দুর্বোঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা অবহিত করতে হবে। যখন মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ঘনঘন পরিবর্তন হয় তখন প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকল্পের শুরু থেকেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযোগ গ্রহণ ও সাড়া প্রদান পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে।

(টুল ১২)

**কিভাবে?**

প্রকল্পের নথিপত্র ব্যবহার করে প্রশ্নপত্র তৈরি করুন, যা নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি এবং পরিবর্তন যাচাই করতে সাহায্য করবে। যদি জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে কোনো সূচক তৈরি না করা থাকে তবে ফিডব্যাকের ভিত্তিতে তা তৈরির সুযোগ থাকে।

প্রকল্প সম্পর্কে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নিন এবং তা সংরক্ষণ করুন। প্রয়োজনবোধে সকল স্তরের জনগোষ্ঠী যেন আলাদাভাবে তাদের নিজস্ব মতামত প্রদানের সুযোগ পায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন। যেখানে প্রয়োজ্য সেখানে অন্যান্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও তথ্য আদান-প্রদান করুন। তাদেরকে আপনার সংস্থার লেসনস লার্নড সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করুন (টুল ১১)।

সংস্থার যে পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষমতা আছে তার বেশি তথ্য সংগ্রহ করবেন না। যতবার সম্ভব কমিটি, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদন প্রদান করুন। সম্ভব হলে আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রকল্পের শুরু থেকে যেসব পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো প্রদর্শন করুন।

প্রকল্পের নির্ধারিত সূচক সাপেক্ষে কি অগ্রগতি হয়েছে?  
ফিডব্যাক এবং অভিযোগগুলো থেকে আপনি কি শিখছেন?

একটি গ্রাম অথবা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে আপনার প্রতিবেদনটি তৈরি হলে, সে ব্যাপারে স্বচ্ছতার সাথে কেন এইরকম তথ্য দেয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। প্রকল্পে কোনো পরিবর্তন অথবা বিলম্ব হচ্ছে কি? তার কারণ ব্যাখ্যা করুন। প্রতিবেদন তৈরির পর, জনগণকে মতামত প্রদানের সুযোগ দিন।

## প্রস্তাবিত টুলস

- টুল ৬** কিভাবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) পরিচালনা করবেন > পৃষ্ঠা ৪০
- টুল ৯** কিভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন > পৃষ্ঠা ৪৪
- টুল ১০** কিভাবে সূচক চিহ্নিত ও ব্যবহার করবেন > পৃষ্ঠা ৪৫
- টুল ১১** কিভাবে লেসনস লার্নড সভা আয়োজন করবেন > পৃষ্ঠা ৪৮
- টুল ১২** কিভাবে অভিযোগ গ্রহণ ও সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া গঠন করবেন > পৃষ্ঠা ৪৯
- টুল ১৩** কিভাবে মৌখিক প্রতিবেদন দিবেন > পৃষ্ঠা ৫২

## দারফুর এ উপকাভোগীদের ফিডব্যাক যাচাই

মেডএয়ার কর্মীগণ পশ্চিম দারফুরের দশটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৮০০ রোগীকে তাদের স্বাস্থ্য সেবার মান সম্পর্কে ফিডব্যাক দিতে বলে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের পর প্রত্যেক রোগীকে একটি করে হাস্যোজ্জ্বল অথবা কম হাস্যোজ্জ্বল মুখ চিহ্নিত ডিস্ক দিয়ে তিনটি পৃথক বাস্তব মতামত ফেলতে বলেছিল। ডিস্কগুলো হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সন্তুষ্টির সূচক যেমন- ১) অপেক্ষার সময় ২) কর্মীদের আচরণ এবং ৩) ব্যবস্থাপত্রের ঔষধসমূহের গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য।

হাস্যোজ্জ্বল ও কম হাস্যোজ্জ্বল মুখ চিহ্নিত ডিস্কগুলো গণনা করে কর্মীগণ খুব কম সময়ে তাদের সেবার মান সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল। তারা এই তথ্যকে শতকরায় রূপান্তরিত করেছিল যাতে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য সেবার পরিবর্তনের সংখ্যাগত সূচক হিসাবে এই শতকরা হার ব্যবহার করা যায়।

তথ্যসূত্র: রেবেকা মিজনার, যাকারিয়া আহমেদ আদম এবং রবার্ট শোফিন্ড, মেডএয়ার



### অনুচ্ছেদ ০৫:

#### ফিডব্যাকের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়ন করা

##### কেন?

পরিবর্তন যাচাই, ফিডব্যাক এবং প্রতিবেদন মাঠ পর্যায়ের দলকে প্রকল্পের কোন কাজটি ফলপ্রসূ হচ্ছে এবং কোনটি হচ্ছে না তা জানতে সাহায্য করে। যে কোনো ভুল পদক্ষেপ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে নিয়ে আসতে পারে। প্রকল্পের বিভিন্ন স্তরে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সে অনুযায়ী কর্ম পদ্ধতি বেছে নেয়ার অর্থ হলো যত দ্রুত সম্ভব সফল কার্যক্রম পুনরায় গ্রহণ এবং সফল হয়নি এ ধরনের কার্যক্রমগুলো সংশোধন করা।

##### কখন?

পরিবর্তন যাচাই ও উপকারভোগীদের ফিডব্যাকের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করুন এবং সারমর্ম তৈরি করে যত দ্রুত সম্ভব পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করুন। প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহৃত না হলে, তথ্য সংগ্রহ করা উপকারভোগী এবং কর্মীদের জন্য সময় ও সম্পদের অপচয় ছাড়া কিছুই না।

প্রয়োজনবোধে নির্ধারিত পরিকল্পনা সভার পূর্বেই কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মনিটরিং এর মাধ্যমে যদি প্রকল্পের নিম্নমান, কর্মী অথবা উপকারভোগীদের ঝুঁকি, দুর্নীতির অথবা যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রকাশ পায়। প্রকল্প শেষে অথবা জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পটি হস্তান্তর করার সময় প্রকল্পের সফলতা এবং অবদান সম্পর্কে জানান।

##### কিভাবে?

ফিডব্যাকের মাধ্যমে অথবা সূচকের ভিত্তিতে অগ্রগতি যাচাই হতে প্রাপ্ত তথ্য প্রকল্পের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবর্তন জানাতে ব্যবহার করুন। টুল ১২ এবং ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত বক্সের উদাহরণ প্রমাণ করে কিভাবে মনিটরিং এবং অভিযোগ পদ্ধতি প্রকল্পের ঘটনটি চিহ্নিত করে প্রকল্পের প্রভাব ও পরিধি বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত প্রশ্নসমূহ অথবা অভিযোগের উত্তর মাঠ কর্মীদের অথবা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্য তালিকায় (টুল ১) অন্তর্ভুক্ত করুন?

লেসনস লার্নড সভায় উপকারভোগীদের আমন্ত্রণ জানান। প্রকল্পের ফলে কি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে এবং তার কারণ আলোচনা করুন। আলোচনার লিখিত নথি সংরক্ষণ করুন। উপকারভোগীদের সাথে অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচনা করুন (টুল ১৩)। প্রকল্পের শেষে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানাতে ভুলবেন না। জনগোষ্ঠীর সাথে প্রকল্পের সফলতা, অর্জিত শিখন এবং তাদের অবদান নিয়ে আলোচনা করুন। যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা, সৌজন্যতা এবং উদযাপনের মাধ্যমে প্রকল্পটি শেষ করুন (টুল ১৪)।

### প্রস্তাবিত টুলস

টুল ১ কিভাবে সংস্থাকে পরিচিত করবেন: একটি চেকলিস্ট > পৃষ্ঠা ৩০

টুল ১১ কিভাবে লেসনস লার্নড সভা আয়োজন করবেন > পৃষ্ঠা ৪৮

টুল ১২ কিভাবে অভিযোগ গ্রহণ ও সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া গঠন করবেন > পৃষ্ঠা ৪৯

টুল ১৩ কিভাবে মৌখিক প্রতিবেদন দিবেন > পৃষ্ঠা ৫২

টুল ১৪ কিভাবে প্রকল্প সমাপ্ত করবেন > পৃষ্ঠা ৫৩

### শিশুদের ফিডব্যাকের ভিত্তিতে প্রকল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টা

সাউথ আফ্রিকায় সি-সেফ প্রকল্পটি কেয়ার, ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, এডভেন্টিস ডেভেলপমেন্ট গ্র্যান্ড রিলিফ এজেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (এডিআরএ) এর যৌথ প্রয়াসে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে জিম্বাবুয়েতে 'লিসেনিং টু চিলড্রেন' কার্যক্রমে স্কুল খাদ্য কর্মসূচি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে শিশুদের অভিমত জানার চেষ্টা করা হয়।

সি-সেফ প্রকল্পের কর্মীগণ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এবং দলগত আলোচনা করেন। জিম্বাবুয়ের প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে স্কুল বেছে নেয়া হয়। প্রতি মাসে প্রতি শ্রেণীর তিনজন শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলে ও মেয়েদের সাথে পৃথকভাবে দলগত আলোচনা করা হয়। এভাবে মোট ৫০০০ শিশুর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

শিশুদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য (বয়স, উচ্চতা, ওজন) শুধুমাত্র সংখ্যাগত সূচকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সি-সেফ প্রকল্পে দেখা যায় অনেক সাক্ষাৎকারদাতার সহপাঠীরা স্কুল কর্তৃক সরবরাহকৃত স্বল্পমূল্যের খাদ্য তৈরির ব্যয়ভারও বহন করতে পারছে না। ফলে শিশুদেরকে খাদ্যগ্রহণ করতে দেয়া হত না এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের স্কুলে উপস্থিত হতে দেয়া হত না।

যদিও কিছু স্কুলের জন্য ফি (fees) আরোপ করা প্রয়োজনীয় ছিল, বিশ্লেষণে দেখা গেছে- ফি আরোপের ফলে ভালোর চেয়ে খারাপ হয়েছে বেশি। এই কারণে সি-সেফ কিভাবে এই ফি মওকুফ অথবা প্রয়োজনে শিথিল করা যায় এবং একই সাথে সবচাইতে দুর্দশাগ্রস্ত স্কুলগুলোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ যোগান দেয়া যায় সেই ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে।

তথ্যসূত্র: কনসার্টিয়াম ফর সাউথার্ন আফ্রিকা ফুড সিকিউরিটি ইমারজেন্সি, সেপ্টেম্বর ২০০৫।

## অনুচ্ছেদ ০৬:

### টুলস

#### টুলসমূহের তালিকা

- টুল ১** কিভাবে সংস্থাকে পরিচিত করবেন: একটি চেকলিস্ট
- টুল ২** সংস্থার জবাবদিহিতা কতটুকু? তথ্য যাচাই
- টুল ৩** কিভাবে প্রকল্পের সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন
- টুল ৪** কিভাবে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিবরণ প্রস্তুত ও তাদের প্রাথমিক চাহিদা নিরূপণ করবেন
- টুল ৫** কিভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন
- টুল ৬** কিভাবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) পরিচালনা করবেন
- টুল ৭** কিভাবে জরিপের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবেন
- টুল ৮** কিভাবে শিশু-সুরক্ষার চাহিদা নিরূপণ করবেন
- টুল ৯** কিভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন
- টুল ১০** কিভাবে সূচক চিহ্নিত ও ব্যবহার করবেন
- টুল ১১** কিভাবে লেসনস লার্নড (Lessons Learned) সভা আয়োজন করবেন
- টুল ১২** কিভাবে অভিযোগ গ্রহণ ও সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া গঠন করবেন
- টুল ১৩** কিভাবে মৌখিক প্রতিবেদন দিবেন
- টুল ১৪** কিভাবে প্রকল্প সমাপ্ত করবেন

### ‘গুড এনাফ’ টুলস এর ব্যবহার

মনে রাখবেন: ‘গুড এনাফ’ পছন্দের অর্থ আপনি যে পরিস্থিতিতে কাজ করছেন তার জন্য প্রয়োজনীয়, নিরাপদ, দ্রুত এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য টুলসমূহ নির্বাচন করা। টুলগুলো ব্রু প্রিন্ট নয়। এগুলো কেবলমাত্র প্রস্তাবিত, নির্ধারিত নয়। এগুলোই একমাত্র টুল নয়। আপনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা ব্যবহার করে কখন, কোথায় ও কিভাবে কোন নির্দিষ্ট টুলটি ব্যবহার করবেন তার সিদ্ধান্ত নিন।

যে সকল প্রশ্নের মাধ্যমে একটি টুল ‘গুড এনাফ’ কিনা তা জানা যাবে:

- মাঠ কর্মী এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কোনো ক্ষতি না করে আমরা এই টুল ব্যবহার করতে পারি কি?
- সময়ের প্রেক্ষিতে টুলটি ব্যবহার উপযোগী কি?
- টুলটি বাস্তবসম্মত কি?
- টুলটি ব্যবহার করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ যেমন- সময়, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী এবং অর্থ আছে কি?
- ব্যবহারকারীদের জন্য টুলটি কতটা উপযোগী ?
- টুলটি যথাসম্ভব সহজবোধ্য কি?
- সর্বজনস্বীকৃত মানবিক মূল্যবোধ, মানদণ্ড এবং নির্দেশাবলী আমরা অনুসরণ করেছি কি ?
- ভবিষ্যতেও এটি ‘গুড এনাফ’ থাকবে কি? আমরা এই টুলটি ব্যবহার কখন পুনর্মূল্যায়ন করব?

## টুল ১:

### কিভাবে সংস্থাকে পরিচিত করবেন:

#### একটি চেকলিস্ট

উপকারভোগী, সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের প্রশ্নসমূহের সম্ভাব্য উত্তর এই চেকলিস্টটি ব্যবহার করে মাঠকর্মীরা জানতে পারবে। আপনি প্রকল্পের শুরুতে এই টুলটি ব্যবহার করতে পারেন অথবা টুল ১১ সহকারে নতুন কর্মীকে সংস্থা ও প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

#### সংস্থার পরিচিতি

১. এনজিও বলতে কি বোঝায়?
২. আমাদের ম্যান্ডেট কি?
৩. আমাদের সংস্থাটির এখানে আসার উদ্দেশ্য?
৪. আমরা কোথা থেকে অর্থ পেয়ে থাকি?

#### সংস্থার লক্ষ্য

৫. দুর্ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে আমরা কি করতে পারি:
  - ক) পানি এবং সেনিটেশন
  - খ) বাসস্থান
  - গ) জীবিকা
  - ঘ) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন
  - ঙ) অন্যান্য প্রকল্পসমূহ
৬. অন্য কোনো কাজের পরিবর্তে কেন আমরা এই কাজ করছি?

#### প্রকল্প এবং জনগোষ্ঠী

৭. সংস্থার প্রকল্প এলাকা কোথায়?
৮. প্রকল্প এলাকা কে নির্ধারণ করেছে?
৯. প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারণে কারা জড়িত ছিলেন?
১০. প্রকল্পের সার্বিক পরিকল্পনা কি?
১১. প্রকল্পের মেয়াদকাল?
১২. উপকারভোগী কারা?
১৩. উপকারভোগীদের কোন ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে?
১৪. উপকারভোগীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারা সর্বাধিক ছিল?

১৫. প্রকল্পটির কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয়? কিভাবে উপকারভোগীরা সম্পৃক্ত?
১৬. প্রকল্পে উপকারভোগীদের কি অবদান হবে?
১৭. আমাদের অবদান কি হবে?
১৮. প্রকল্পের উপকরণ ব্যয় কিরকম হবে?
১৯. চলতি মাসের অগ্রগতি কি? পরবর্তী মাসের পরিকল্পনা কি?
২০. টেকনিক্যাল কর্মীদের চলতি মাসের চ্যালেঞ্জগুলো কি?
২১. টেকনিক্যাল কর্মীগণ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার জন্য কি করছে?
২২. প্রকল্প থেকে উপকারভোগীরা নির্দিষ্ট কি ধরনের সহায়তা পাবে?
২৩. কখন তারা সহায়তাগুলো পাবে?

#### সমস্যা অথবা অভিযোগ অবহিত করা

##### (এর সাথে টুল ১৩ দেখুন)

২৪. প্রকল্পে কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকলে, জনগোষ্ঠী কি করতে পারে?
২৫. আমাদের সাথে কাজ করছে এমন কোনো জনগোষ্ঠীর নেতা বা সদস্যদের সাথে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে জনগণ কি করতে পারে?
২৬. যদি সংস্থার কর্মীকে নিয়ে কোনো সমস্যা (দুর্নীতি, প্রতারণা, খারাপ আচরণ) হয় তাহলে জনগণ কি করতে পারে?

#### অন্যান্য সংস্থাসমূহ ও সরকার

২৭. প্রকল্প এলাকায় অন্য কোন এনজিও কাজ করছে?
২৮. সেই সংস্থাগুলো কোন ধরনের কাজ করছে?
২৯. প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের সরকারি সহায়তা বিদ্যমান? জনগণ কিভাবে এই সহায়তাগুলো পাচ্ছে?
৩০. জনগণের অন্যান্য সমস্যাগুলো কি কি? (উদাহরণস্বরূপ, স্থানান্তর, ভূমিহীন অথবা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে দেখা না করতে পারা)।

উৎস: টি. জর্জিনিও এন্ড এ. মিলার (২০০৫) 'নিড টু নো লিস্ট', অক্সফাম জিবি (ইন্টারনাল, এডাল্টড)

## টুল ২:

## সংস্থার জবাবদিহিতা কতটুকু?

## তথ্য যাচাই

দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সংস্থা ও প্রকল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছেন কিনা তা যাচাই করতে এই টুলটি সাহায্য করবে। জনগণ কোন ধরনের তথ্য পাচ্ছে তা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তারা সংস্থাকে কিভাবে দেখছে এবং তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি সঠিক সময়ে নির্ভুলভাবে দিচ্ছেন কিনা যাচাই করতে পারবেন।

এই টুলটি প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে: প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থার পরিচিতি এবং কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে (টুল ১ দেখুন); প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিবর্তন হলে যেমন- খাদ্য রেশনিং এর মাত্রা যদি কমিয়ে দেয়া হয়; এবং প্রকল্পের শেষে বিদায় কৌশল (Exit strategy) এর অংশ হিসাবে।

## মাঠ কর্মীদের জন্য

আপনি কি উপকারভোগী এবং তাদের প্রতিনিধিদের চেকলিস্ট (পরবর্তী পাতা) অনুযায়ী সহজবোধ্যভাবে তথ্য প্রদান করেছেন?

## দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য

আপনি কি প্রকল্প কর্মীর কাছ থেকে চেকলিস্ট (পরবর্তী পাতা) অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন?

## চেকলিস্ট

সাধারণ তথ্য	হ্যাঁ	না
১. এনজিও সম্পর্কে সাধারণ তথ্য		
২. বর্তমান প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য		
৩. প্রকল্পে যোগাযোগের ঠিকানা		
<b>প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন</b>		
৪. প্রকল্পের নিয়মিত অগ্রগতির প্রতিবেদন		
৫. নিয়মিত আর্থিক প্রতিবেদন		
৬. প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য		
<b>প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ</b>		
৭. গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক অনুষ্ঠানের সময়সূচি এবং স্থান		
৮. অভিমত বা পরামর্শ জানানোর জন্য নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত যোগাযোগের ঠিকানা		
৯. এনজিও'র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অভিযোগ করার বিস্তারিত উপায়		

উৎস: এ জ্যাকবস্ (২০০৫), 'এ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি টু বেনিফিশিয়ারিস: এ প্র্যাক্টিক্যাল চেকলিস্ট', ড্রাক্ট, ম্যাংগো ফর অল্পকাম জিবি (এডাল্টেড)

## টুল ৩:

### কিভাবে প্রকল্পের সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন

এই টুল প্রকল্পের সকল স্তরে কিভাবে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে তথ্য সরবরাহ, তাদের সাথে পরামর্শ বা আলোচনা, তাদের সম্পৃক্ত করা এবং প্রতিবেদন দেয়া যায় সে ব্যাপারে সহায়তা করবে। এটি মূলত ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের গ্রামগুলোতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। অন্যান্য এলাকাতেও এই টুলটি ব্যবহার করা সম্ভব।

#### নিরূপণের পূর্বে

- নিরূপণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করুন এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন।
- সম্ভব হলে, নিরূপণের পূর্বেই স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করুন।
- দলে নারী ও পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করুন।
- নিরূপণের সময় চিহ্নিত করা প্রয়োজন এমন বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর একটি তালিকা তৈরি করুন।
- কমিউনিটিতে অন্যান্য এনজিওরা কি কাজ করেছে তা জানুন এবং তাদের কাজের প্রতিবেদনগুলো সংগ্রহ করুন।

#### নিরূপণের সময়

- দলের প্রতিটি সদস্যকে পরিচিত করান ও তাদের ভূমিকা কি হবে তা জানান।
- নিরূপণের সময়সীমা ব্যাখ্যা করুন।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- ব্যক্তি বা দলের সকলকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি করুন।
- বিভিন্ন দল, স্থানীয় কর্মকর্তা, জনগোষ্ঠী, পুরুষ, নারী এবং স্থানীয় কর্মীর সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করুন এবং সাক্ষাৎকার নিন।
- এই গোষ্ঠীগুলোর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাধান্য জেনে নিন, যে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা তাদেরকে জানান।

দ্রষ্টব্য: যদি জনগোষ্ঠীর সবার সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনা করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে কোন গোষ্ঠীগুলো বাদ পড়েছে এবং কেন বাদ পড়েছে তা স্পষ্টভাবে জানান; যত দ্রুত সম্ভব তাদের সাথে আলোচনা করুন। নিরূপণে প্রাপ্ত তথ্য লিখে ফেলুন এবং আপনার কর্ম পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করুন। ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই তথ্য বিশ্লেষণ করুন।

#### প্রকল্প পরিকল্পনার সময়

- গ্রাম কমিটি ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জনগোষ্ঠীকে নিরূপণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য প্রদান করুন।

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের প্রকল্প পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী হিসাবে তাদের অধিকারগুলো ব্যাখ্যা করুন।
- প্রকল্পের বাজেট প্রণয়নে গ্রাম কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- উপকারভোগী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে প্রকল্প পরিকল্পনা যাচাই করে নিন।
- অভিযোগ গ্রহণ এবং এর সাড়া প্রদান প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা করুন।

#### প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সময়

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী, গ্রাম কমিটি এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার মানদণ্ড তৈরি করুন।
- মানদণ্ড জনসম্মুখে ঘোষণা করুন অথবা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন।
- উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং গ্রাম কমিটিকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- উপকারভোগীদের তালিকা ঘোষণা করুন এবং সবাই দেখতে পারে এমন জায়গায় প্রদর্শন করুন।
- অভিযোগ গ্রহণ ও এর সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া ঘোষণা এবং অভিযোগ জানাতে উপকারভোগীদের ফোরাম গঠন করুন।

#### বিতরণ করার সময়

- যদি বিতরণ কাজের জন্য অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করতে চান তবে প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিন, যেমন- দৈনিক পত্রিকা।
- গ্রাম কমিটি, সরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও কর্মীর সম্মুখে একটি বিতরণ কমিটি গঠন করুন।
- বিতরণের সময় সর্বাধিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী যেমন- প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় আনুন।
- স্থানীয় প্রসাশন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিতরণের জন্য একটি নিরাপদ স্থান ও সময় আগাম জানিয়ে দিন।
- উপকরণের মূল্যসহ বিতরণ তালিকা তৈরি করে আগাম জনসম্মুখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন।
- বিতরণের স্থান অথবা গ্রাম থেকে যারা দূরে বসবাস করে তাদেরকে যাতায়াত খরচ দেবার বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন।
- বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী যেমন গর্ভবতী মহিলাদের প্রথমেই ত্রাণ বিতরণ করুন।
- জনগণ অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি জানান কিনা তা নিশ্চিত করুন।

#### মনিটরিং এর ক্ষেত্রে

- গ্রাম কমিটিকে মনিটরিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- প্রাপ্ত ফলাফল গ্রাম কমিটি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জানান।

উৎস: এস. ফুঅক (২০০৫) 'প্র্যাকটিক্যাল গাইডলাইনস্ অন হিউম্যানিটারিয়ান এ্যাকাউন্টাবিলিটি', অক্সফাম জিবি কমেডিয়া (ইন্টারনাল, এডাটেন্টড)

## টুল ৪:

কিভাবে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিবরণ প্রস্তুত ও তাদের প্রাথমিক চাহিদা নিরূপণ করবেন

এই টুলটি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিবরণ তৈরিতে সহায়তা করবে। এটি টুল ৫ ও টুল ৬ এর সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে প্রয়োজনে টুলটি পুনরায় ব্যবহার করা যাবে।

### প্রস্তাবিত প্রশ্নমালা

১. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীগুলোর অতীত ইতিহাস কি? তারা কি গ্রাম অথবা শহরকেন্দ্রিক?
২. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আনুমানিক সংখ্যা কত এবং তাদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি? (লিঙ্গভেদে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের সংখ্যা উল্লেখ করুন। যদি তথ্য পাওয়া যায়, ৫-১৪ বছরের জনগোষ্ঠী, গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা এবং ৬০ বা তদুর্ধ্ব বয়সের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখ করুন।)
৩. এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী কারা (উদাহরণস্বরূপ- নারী প্রধান পরিবার, অভিভাবকহীন শিশু, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ, প্রবীণ, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ইত্যাদি)। তাদের কোনো বিশেষ চাহিদা আছে কি? দুর্যোগে তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
৪. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বিশেষ পরিবার, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় অথবা অন্যান্য গোষ্ঠী আছে কি? এমন কোনো দল বা গোষ্ঠী আছে কি যাদের কাছে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য?
৫. যোগাযোগ/আলোচনা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কারা? সেখানে কোনো জনগোষ্ঠীর সদস্য বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছেন কি যিনি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন? সেখানে স্থানীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন কোনো সংস্থা আছে কি (উদাহরণস্বরূপ- গির্জা, মসজিদ অথবা স্থানীয় এনজিও) যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে?
৬. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য প্রধান বুকিগুলো কি কি এবং কোন সংস্থাগুলো এ বিষয়ে কাজ করছে?

## নারীরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? তাদের কোনো বিশেষ চাহিদা আছে কি?

‘ভারতের গুজরাটে প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের বিতরণ দলে অধিকাংশই পুরুষ সদস্য ছিল। ফিয়ার গাইডলাইন আমাদেরকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সাথে কথা বলার জন্য শুধুমাত্র নারী সদস্য দ্বারা গঠিত জরিপ দল পাঠাতে অনুপ্রাণিত করে। ফলশ্রুতিতে আমরা নারীদের জন্য একটি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপকরণ কিট তৈরি করি এবং ২৩,০০০টি উপকরণের জন্য আর্থিক সাহায্য পাই।’

‘শ্রীলঙ্কায় দুর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক ত্রাণ কার্যক্রম ছিল আক্ষরিক অর্থেই জেভার বিষয়ে অসচেতন। অল্প কিছু সংস্থা ত্রাণ উপকরণ হিসেবে নারীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপকরণ, অন্তর্বাস অথবা সাংস্কৃতিকভাবে উপযোগী পোষাক দেয়ার কথা বিবেচনা করেছিল। গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রয়োজনগুলোর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি।’

তথ্যসূত্র: শ্রোডেকি (২০০১); আইএফআরসি (২০০৫)

উৎস: অল্পফাম (তারিখ উল্লেখ নেই) “ব্যাঙ্ক্যাউড ইনফরমেশন চেকলিস্ট ফর র‍্যাপিড এ্যাসেসমেন্ট ইন ইমার্জেন্সি (এডাল্টেড); আইএফআরসি (২০০০) ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস ট্রেনিং ম্যানুয়াল (এডাল্টেড); আইএফআরসি (২০০৫) ওয়ার্ল্ড ডিজাস্টার রিপোর্ট ২০০৫ (এডাল্টেড); জে. শ্রোডেকি (২০০১) “ওয়ার্ল্ড ভিশন ইউজ অব ফিয়ার স্ট্যাটার্ডস্ ইন লার্জ স্কেল ইমার্জেন্সি: এ কেস স্টাডি অব দি পিপি ২০০১ গুজরাট রেসপন্স”, ওয়ার্ল্ড ভিশন (ইন্টরনাল, এডাল্টেড)।

## টুল ৫:

### কিভাবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন

জরিপ বা নিরূপণ করার সময় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বলতে দশ মিনিটব্যাপী অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হতে পারে অথবা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে অধিক সময়ব্যাপী আনুষ্ঠানিক আলোচনা হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং সাক্ষাৎকারটি বর্তমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হতে হবে যেমন- বিবরণ ও চাহিদা নিরূপণ, পরিবর্তন যাচাই বা ফিডব্যাক নেয়া।

কর্মী এবং সাক্ষাৎকারদাতা উভয়ের জন্য নিরাপদ এবং সুবিধাজনক সময়ে সাক্ষাৎকার নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সময়ের উপর নির্ভর করে সাক্ষাৎকারের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করুন। আপনি কেন তাদের সাথে কথা বলতে চান এবং প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে কি করবেন এ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা নিশ্চিত হোন। তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার বা তথ্য প্রদানকারীদের নাম তাদের বা তাদের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করবেন না।

তথ্যবহুল এবং সরাসরি উত্তর দেয়া যায় এমন প্রশ্ন দিয়ে শুরু করুন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সাবলীল হবার পর প্রয়োজন হলে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

আপনি যে তাদের সময় ও অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন করছেন সে বিষয়ে তাদের নিশ্চিত করুন। খাপছাড়াভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ সমাপ্ত করবেন না। স্পর্শকাতর বিষয়ে আলাপচারিতার ফলে সাক্ষাৎকারদাতার উপর যদি কোনো প্রভাব পড়ে তবে তার দায়িত্ব নিন।

নিরাপদে তথ্য ধারণ, জমা এবং ব্যবহার করুন।

### সাক্ষাৎকার গ্রহণে কিছু 'করণীয়'

- আপনার সাথে একজন ভাল অনুবাদক রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
- প্রথমে ব্যয়োজ্যেষ্ঠদের/নেতাদের চিহ্নিত করুন, আপনি কে ও কি করছেন সে ব্যাপারে জানান এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তাদের অনুমতি নিন।
- ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য অনুমতি নিন; যেমন- 'এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি কি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি?' সাক্ষাৎকার শেষে তাকে ধন্যবাদ জানান।
- বিশেষ বিপদাপন্নতার সম্মুখীন হতে পারে এমন নারী, শিশু এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে অধিকারভিত্তিতে আলোচনা করুন।
- আপনি যে তথ্য পাচ্ছেন তা পুনঃযাচাইয়ের জন্য একটি স্থান থেকে ন্যূনতম তিনটি পরিবারের সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করুন।
- বাস্তবিক অর্থে প্রান্তিক সীমায় বাস করছে, যেমন ক্যাম্প বা অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রের বাসিন্দা এমন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন কিনা তা নিশ্চিত করুন।
- যদি সম্ভব হয় আপনার চারপাশের ভীড় এড়াতে চেষ্টা করুন, কারণ এটি সাক্ষাৎকারগ্রহীতা এবং সাক্ষাৎকারদাতার জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে।

তথ্যসূত্র: সফিস্ট (২০০৩)

উৎস: এস. বার্নস এন্ড এস. কিউপিট (২০০৩) 'ম্যানিজিং আউটকামস: এ গাইড ফর হোমলেসনেস অর্গানাইজেশন', চ্যারিটিস ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস (এডাটেন্ট); আর. শোফিস্ট, মিডার (ইন্টারনাল, এডাটেন্ট)।



## টুল ৬:

### কিভাবে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন (FGD) পরিচালনা করবেন

সম্ভব হলে, কিছু ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন করুন এবং এগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে তুলনা করুন।

#### ফোকাস গ্রুপ কি?

নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য ছয় থেকে বার জন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ফোকাস গ্রুপ এমন কিছু ব্যক্তিকে একত্রিত করে যাদের নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের মাঝে মিল আছে। হতে পারে তারা কোনো নির্দিষ্ট সমস্যায় আক্রান্ত অথবা যারা কোনো বড় ধরনের সভায় কথা বলতে পারে না (যেমন- কম বয়সী, নারী বা সংখ্যালঘু দল), অথবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, যেমন- যাযাবর জাতি। এ ধরনের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসনে নেতা বা কর্তৃস্থানীয় কাউকে না রেখে তাদের পৃথক সাক্ষাৎকার নিতে হবে।

#### শুধুমাত্র ছয় থেকে বার জন ব্যক্তি কেন?

একটি বড় দলে:

- কথা বলার সময় সীমিত হবে এবং কর্তৃত্বপ্রবণ লোক বেশি কথা বলবে।
- সহায়তাকারীকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে।
- দলের কোনো সদস্য কথা বলার সুযোগ না পেলে হতাশ হয়ে যেতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীগণ দলীয় আলোচনা না করে একে অন্যের সাথে কথা বলা শুরু করে দিতে পারে।
- মূল লক্ষ্যবস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা শুরু করতে পারে।

#### আপনার কি প্রয়োজন?

- একজন দক্ষ সঞ্চালক: যিনি স্থানীয় ভাষায় দক্ষ এবং নেতৃত্ব দিতে পারেন। যারা কথা বলছে না বা কম বলছে তাদের অংশগ্রহণ অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এবং যারা বেশি কথা বলছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- মুক্ত আলোচনার জন্য প্রশ্ন তৈরি এবং ফোকাস গ্রুপের সদস্য নির্বাচন করা।
- বক্তব্য নোট করে রাখার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি।
- একটি প্রচলিত ভাষা।

- একটি নিরিবিলি স্থান যেখানে দলের আলোচনা কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না বা বাহির থেকে শোনা যাবে না।
- বৃত্তাকারে আরাম করে বসার জায়গা।
- আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলের সুস্পষ্ট ধারণা ও মতৈক্য।
- সাধারণ নিয়ম জ্ঞানিয়ে দেয়া যেমন- সকলের কথা বলার অধিকার আছে; কারও উত্তরই সম্পূর্ণ নয়; দয়া করে আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করবেন না প্রভৃতি।
- নোট নেওয়ার (অথবা টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করার) জন্য সকলের অনুমতি নেয়া হবে।
- আলোচনার জন্য এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা এবং সাথে কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।

#### কি করবেন?

- সকলের কথা বলার সুযোগ আছে কিনা এবং আলোচনা লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে কিনা তা সঞ্চালক নিশ্চিত করবেন।
- নোট গ্রহণকারী নোট রাখবেন।
- সেশন শেষে সঞ্চালক আলোচনার সারমর্ম উপস্থাপন করবেন যাতে অংশগ্রহণকারীরা প্রয়োজনে মতামত সংযুক্ত করতে পারেন।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লেখা হয়েছে কিনা এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতের প্রতিফলন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা সঞ্চালক নিশ্চিত করবেন।

উৎস: ডি.এম. ওয়াস্টেন (ভারিখ বিহীন), 'ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন', অক্সফোর্ড (ইন্টারনাল, এডাল্টেড); এল. গোসলিং এ্যান্ড এম. এডওয়ার্ডস (২০০৩) টুলকিটস: এ প্র্যাক্টিক্যাল গাইড টু প-য়ানিং, মনিটরিং, ইভালুয়েশন এ্যান্ড ইমপ্যাক্ট মেজারমেন্ট, সেভ দ্য চিলড্রেন (এডাল্টেড); ইউএসএইড (১৯৯৬) পারফরমেন্স মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন টিপস্ নং ১০, ইউএসএইড সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন এ্যান্ড ইভালুয়েশন (এডাল্টেড)।

## টুল ৭:

### কিভাবে জরিপের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করবেন

একটি প্রকল্পের শুরুতে, প্রকল্প চলাকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ করা হয়। জরিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ টুল হলেও এর ব্যবহার জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ হতে পারে। জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বিবেচনা করুন।

#### জরিপ: কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
জরিপ স্বল্প সময়ে অনেক মানুষ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারে।	একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্বল্প সময় ব্যয় করার কারণে প্রাপ্ত তথ্যগুলো পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।
স্বল্পসংখ্যক মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে।	সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের এবং ব্যবহারের জন্য সময়ের প্রয়োজন হবে।
তথ্য সংগ্রহের জন্য যে পদ্ধতি এবং ফর্ম ব্যবহার করা হয় তা অবশ্যই মানসম্মত হতে হবে যাতে ফলাফল গ্রহণযোগ্যভাবে তুলনা করা যায়। (উদাহরণ এর জন্য টুল ৮ দেখুন)	তথ্য প্রদানের জন্য সাধারণত সহজে সময় দিতে পারবেন এবং সহযোগিতা করবেন এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়। কিন্তু তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে।
জরিপের পূর্বেই সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে কার কাছ থেকে কিভাবে এবং কখন কি ধরনের তথ্য পাওয়া যাবে।	এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের সময় অসম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারে। উত্তরদাতারা আপনি যা শুনতে চান সে ধরনের উত্তর দিতে পারে।
যদি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয় তাহলে খুব কম খরচে অধিক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।	এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহারের সময় অসম্পূর্ণ তথ্য দিতে পারে। উত্তরদাতারা আপনি যা শুনতে চান সে ধরনের উত্তর দিতে পারে।
	সময়ের স্বল্পতা হতে পারে। যদি জনগোষ্ঠীর জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করা না যায় তবে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিভ্রান্তিমূলক হতে পারে।
	অধিক দুরত্ব ও ব্যয়ের কারণে বড় পরিসরে জরিপ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান প্রায়শই কঠিন।

সূত্র: পার্টনারস ইন ইভালুয়েশন: ইভালুয়েটিং ডেভেলপমেন্ট গ্র্যান্ড কমিউনিটি প্রোগ্রামস্ উইথ পার্টসিপ্যান্টস্ © ম্যারি- থেরেসা ফিউরেস্টেইন ১৯৮৬। রিগ্রডিউসড বাই পারমিশন অফ ম্যাকমিলান পাবলিশারস্ লিঃ।

## টুল ৮:

### কিভাবে শিশু-সুরক্ষার চাহিদা নিরূপণ করবেন

যেসব এলাকায় আপনি কাজ করছেন বা কাজ করার পরিকল্পনা করছেন সেখানে এই মৌলিক চেকলিস্টটি ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যান্য বিপদাপন্ন গোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই চেকলিস্টটি কিছু পরিবর্তন করে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যান্য চেকলিস্ট এবং তথ্য সূত্রের জন্য ৫৯-৬২ পাতা দেখুন।

১. দুর্যোগ কবলিত এলাকায় শিশুদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কোন ঘটনা ঘটেছে এবং রিপোর্ট হয়েছে কি:
  - দুর্যোগে প্রাণহানি
  - আহত
  - নিশোঁজ?
২. নিম্নোক্ত সুবিধাবঞ্চিত কোন শিশু কমিউনিটিতে আছে কি:
  - খাদ্য
  - পানি
  - আশ্রয়
  - স্বাস্থ্য সেবা
  - শিক্ষা?
৩. উল্লেখিত বিষয়সমূহের কোনো রিপোর্ট করা হয়েছে কি? হলে কোন সংস্থার কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে।
৪. নিম্নলিখিত কোনো ঘটনার রিপোর্ট আছে কি?
  - পরিত্যক্ত শিশু
  - শিশু হারিয়ে গেছে এমন পরিবার
  - শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে?
৫. পরিবারগুলো দলগতভাবে স্থান পরিবর্তন করেছে কি?
৬. প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য ছাড়া একসাথে বাস করছে এ রকম শিশুদের দল আছে কি? পাঁচ বছর বয়সের থেকে ছোট শিশু এ দলে আছে কি?
৭. কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য আছেন কি যিনি শিশুদের একটি বড় অংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন?
৮. পরিবার বা অভিভাবক থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের তত্ত্বাবধান করছে এমন সংস্থার তালিকা করুন।
৯. মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখ করা হয়নি এ ধরনের অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা এবং পরিচর্যার বিষয় আছে কি?
১০. ছেলেরদের ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখ করা হয়নি এ ধরনের অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা এবং পরিচর্যার বিষয় আছে কি?
১১. কোন সংস্থাগুলো দুর্যোগ কবলিত এলাকায় শিশু-সুরক্ষার বিষয়ে কাজ করছে?
 

উৎস: ওয়ার্ল্ড ভিশন (নো ডেট) 'র্যাপিড চাইল্ড প্রোটেকশন এ্যাসেসমেন্ট ফর্ম ইন সিচুয়েশনস্ অব ন্যাচারাল ডিজাস্টার', (ইন্টারনাল, এডাপ্টেড)।

## টুল ৯:

## কিভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন

কিছু পরিস্থিতিতে নিরূপণ অথবা পরিবর্তন যাচাই এর জন্য আপনি শুধুমাত্র অনানুষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

‘মানুষ ঘরে ফিরছে কিনা আমি তা দেখার চেষ্টা করি। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, তারা কি নিরাপদ মনে করছে? তারা কি হাসছে? তারা কি সুখী? আমি দেখার চেষ্টা করি শিশুরা স্কুলে ফিরে যাচ্ছে কিনা।’ (জন ওয়াট)

## জনগণকে পর্যবেক্ষণ করা:

## কিছু পরামর্শ ও সম্ভাব্য সমস্যা

পরামর্শ	সম্ভাব্য সমস্যা
কেন আপনি জনগণকে পর্যবেক্ষণ করতে চান এবং সংগৃহীত তথ্য কিভাবে ব্যবহার করবেন তা ব্যাখ্যা করুন। এলাকায় বসবাসরত জনগণের অনুমতি চেয়ে নিন।	পর্যবেক্ষণ মানুষের স্বাভাবিক আচরণ ও কাজকর্মে প্রভাব ফেলতে পারে।
এলাকার জনগণকে আপনার সাথে পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।	যদি একজন পর্যবেক্ষক মনে করেন জনগোষ্ঠীকে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তবে তার পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন হবে।
পর্যবেক্ষকদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিন। পর্যবেক্ষণ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করতে চান সেই বিষয়ে একমত হোন।	একাধিক পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ভিন্ন মতামত ও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।
পরবর্তীতে যত দ্রুত সম্ভব সংগৃহীত তথ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণগুলো একত্রিত করুন। সেগুলো লিখে রাখুন এবং ব্যবহার করুন।	পর্যবেক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ না করা হলে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা কমে যেতে পারে।

উৎস: পার্টনারস ইন ইভালুয়েশন: ইভালুয়েটিং ডেডেলপমেন্ট এন্ড কমিউনিটি প্রোগ্রামস উইথ পার্টসিপেটস্, © ম্যারি-থেরেজ ফুয়েরাস্টাইন ১৯৮৬। ম্যাকমিলান পাবলিশার্স লিমিটেড এর অনুমতিক্রমে পুনঃপ্রকাশিত।

## টুল ১০:

## কিভাবে সূচক চিহ্নিত ও ব্যবহার করবেন

আপনার প্রতিষ্ঠানের সূচক নির্ধারণের জন্য নিজস্ব কিছু পদ্ধতি থাকতে পারে। যদি না থাকে তবে এই টুলটি আপনাকে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে একটি ‘শুড এনাফ’ সূচক তৈরি করতে সাহায্য করবে।

সূচক হচ্ছে সংখ্যা অথবা বিবরণ যা সহজভাবে পরিবর্তন ও প্রভাবসমূহের পরিমাপ করতে ও অন্যদেরকে জানাতে সহায়তা করে।

পরিমাণগত সূচকে সংখ্যার ব্যবহার হয়, বাক্য ও ছবির ব্যবহার হয় গুণগত সূচকে। উভয় ধরনের সূচকই প্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি পরিমাণগত সূচক কতজন শিশু রেশন পাচ্ছে তার ধারণা দিতে পারে; গুণগত সূচক নির্দেশ করে তারা সরবরাহকৃত খাদ্যে সন্তুষ্ট কিনা।

## সূচকের ক্ষেত্রে ‘শুড এনাফ’ পদ্ধতির ব্যবহার:

- প্রকল্পের যদি কোনো সূচক থাকে সেগুলো চিহ্নিত করুন
- পুনরায় খুব বেশি সূচক তৈরি না করে যত কম সম্ভব সূচক ব্যবহার করুন
- গুণগত ও পরিমাণগত সূচকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন
- শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সংগ্রহ করুন
- নির্ধারিত সূচক প্রত্যাশিত পরিবর্তনকে সঠিকভাবে পরিমাপ করবে কিনা তা নিশ্চিত করুন
- পরিবর্তন যাচাই ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সূচক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করুন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করুন

## ফিয়ার সূচকসমূহ

‘শুড এনাফ’ পদ্ধতি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ফিয়ার মানবিক প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ে সর্বাধিক প্রচলিত সূচক। এটি একটি সার্বজনীন ক্ষেত্র তৈরি করেছে এবং প্রকল্পগুলোর মধ্যে তুলনা করতে সাহায্য করেছে।

ফিয়ার মনে করে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী সূচকের পরিবর্তন করা সম্ভব। নিম্নের কেস স্টাডিতে একটি প্রতিষ্ঠান ব্যাখ্যা করেছে, কেন তারা একজন ব্যক্তিকে ফিয়ার কর্তৃক সুপারিশকৃত ৭-১৫ লিটার পানি সরবরাহ করতে পারেনি। নির্দিষ্ট সূচকসমূহ অর্জন করা সম্ভব না হলে নিরূপণের এবং প্রভাব মনিটরিং এর সময় কারণসমূহ নথিভুক্ত করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে সূচকসমূহ অর্জনের জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

### ইথিওপিয়ায় অভিজ্ঞতা

২০০০ সালে ইথিওপিয়ায় খরা মোকাবেলা প্রকল্পে আমরা ৪০০,০০০ জনের বেশি লোকের মধ্যে পানি সরবরাহ করেছিলাম। প্রতিজনকে সুপারিশকৃত ১৫ লিটার পানি দেয়া ছিল দাতা ও আমাদের সরবরাহ ক্ষমতার বাইরে, এর পরিবর্তে প্রতিদিন আনুমানিক ৫ লিটার করে পানি দিয়েছিলাম। আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি শুধুমাত্র রান্না ও পান করার কাজে ব্যবহারের জন্য আমরা পানি দেয়া হয়েছে।

### পরিবর্তনের সূচকসমূহ

যেখানে সম্ভব অবশ্যই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, পুরুষ ও শিশুরা কি পরিবর্তন দেখতে চায় সে বিষয়ে তাদের মতামত নিতে হবে। কর্মশালা, সভা অথবা ব্যক্তিগত আলোচনায় তাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে হবে যে, তারা প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর কি পরিবর্তন দেখতে চায়। নারী ও অন্যান্য গোষ্ঠীর জন্য আলাদা সভার ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে জিজ্ঞাসা করতে হবে প্রকল্পটি সফল হলে কি অর্জন করবে। 'কল্পনা করুন প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এতে জনগণ কিভাবে লাভবান হবে? কিভাবে এটা আপনাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে? আপনারা কি পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছেন?' এসব প্রশ্নের উত্তর প্রকল্পের অগ্রগতি ও পরিবর্তন বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় সূচক তৈরিতে সহায়তা করবে।

একটি জনগোষ্ঠীর দ্বারা তৈরি সূচক:

- অন্যান্য সূচকগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে
- বহিরাগতদের কাছে অর্থোজিক মনে হতে পারে
- অন্য জনগোষ্ঠী অথবা অন্য কোনো দুর্যোগ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা সম্ভব নাও হতে পারে
- সময়সীমা নির্দিষ্ট নাও হতে পারে
- প্রকল্পগুলোর তুলনামূলক বিচার নাও করা যেতে পারে

তবে, এই সূচকগুলো প্রকল্পকর্মীকে উপকারভোগীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে সাহায্য করে। মতামত প্রকাশের পরিবেশ তৈরি করে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনায় আনতে সাহায্য করে।

### সুদানের অভিজ্ঞতা

দক্ষিণ সুদানের একটি পানি সরবরাহ প্রকল্পের কর্মীরা ক্ষিয়ার সূচক ব্যবহার করে প্রকল্পের সফলতা পরিমাপ করেছিল। সূচকটি হলো কমিউনিটির আবাসস্থল হতে পানির উৎসের দূরত্ব কতটুকু।

কিন্তু একই প্রকল্পে কমিউনিটি স্কুলগামী বালিকাদের সংখ্যা দিয়ে প্রকল্পটির সফলতা পরিমাপ করেছিল। পানির উৎসটি আবাসস্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় বালিকারা তাদের পানির পাত্র স্কুলে নিয়ে যেত এবং ফেরার পথে পানি নিয়ে বাড়ি ফিরত।

পানির উৎসটি নিকটবর্তী হওয়ায় নিয়মিত বালিকাদের স্কুলে যেতে পারার ঘটনা, কমিউনিটি এই পরিবর্তন কিভাবে নিয়েছিল? এই বই-এর ২৩ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণের মাধ্যমে সম্ভ্রুটি পরিমাপের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

উৎস: ভি.এম.ওয়ালডেন (২০০৫) 'কমিউনিটি ইনডিকেটরস', অক্সফোর্ড (ইন্টারনাল); এল.বিশপ (২০০২) 'ফার্স্ট স্টেপস ইন মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন', চ্যারিটিস ইভালুয়েশন সার্ভিসেস, ইন্টারডিউ উইথ মার্গারিটা ক্লার্ক, সেভ ডি টিলড্রেন।

## টুল ১১:

## কিভাবে লেসনস লার্নড (Lessons Learned) সভা আয়োজন করবেন

## উদ্দেশ্য

- প্রকল্প কর্মীদের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা
- প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর ঐক্যমত গড়ে তুলার
- প্রকল্পের প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলোর উপর ঐক্যমত তৈরি করা
- মূল তথ্য এবং সিদ্ধান্তগুলোকে লিপিবদ্ধ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা

## প্রয়োজন

- একজন জবাবদিহিতা বিষয়ক উপদেষ্টা (যদি থাকে)
- একজন সহায়তাকারী/সঞ্চালক
- প্রাপ্ত তথ্য, মন্তব্য এবং সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন নোট গ্রহীতা

## প্রকল্প কর্মীদের জন্য প্রশ্নসমূহ

১. আপনি কোন জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করছেন?
২. এদের মধ্যে মূলত কারা বিশেষভাবে বিপদাপন্ন?
৩. বিগত সভার পর থেকে আপনি কাদের সাথে কথা বলেছেন?
৪. আপনি তাদের কাছ থেকে কি শিখেছেন?
৫. প্রাপ্ত তথ্য আপনি কিভাবে এবং কার সাথে যাচাই করেছেন?
৬. নথিভুক্ত তথ্য অথবা বেজলাইন তথ্যের সাথে আপনার প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলকভাবে কিভাবে করবেন?
৭. উপকারভোগীরা কোন ধরনের প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে?
৮. কিভাবে এটি আপনার বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত?
৯. কি কি প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে?
১০. কি কি প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে না?
১১. আপনি কি ফলাফল অর্জন করতে চান এবং কিভাবে?
১২. প্রভাব উন্নয়নের জন্য আপনার কি করা প্রয়োজন?

নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত সভার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মন্তব্য, সিদ্ধান্ত এবং তারিখ লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। এটি প্রকল্পের তথ্য হালনাগাদ করতে এবং প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপ করতে সাহায্য করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের প্রচেষ্টা খুব জরুরি, বিশেষত যখন কর্মীরা সাড়া প্রদানে ব্যস্ত থাকে, যখন কর্মীদের পরিবর্তন ঘনঘন হয় এবং যখন প্রভাব পরিমাপ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকে।

উৎস: রিটেন কমিউনিকেশন উইথ পলিন উইলসন এবং স্টাফ এ্যাট ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল (এডাল্ট)।

## টুল ১২:

## কিভাবে অভিযোগ গ্রহণ ও সাড়া প্রদান প্রক্রিয়া গঠন করবেন

ফিডব্যাক ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে: অভিযোগের অর্থই হলো কোনো সমস্যা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী সাড়া প্রদান জবাবদিহিতা, প্রভাব এবং শিখনের মূলভিত্তি।

## তথ্য

- কিভাবে অভিযোগ করতে হবে এবং এটি যে তাদের অধিকার তা জনগণকে জানান।
- কর্মীর মাধ্যমে এবং নোটিশ বোর্ডে অভিযোগ প্রদান প্রক্রিয়ার তথ্য প্রদান করুন।
- কোন ধরনের অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন অথবা কোনগুলো পারবেন না সে সম্পর্কে স্পষ্ট থাকুন।
- উপকারভোগীরা নির্যাতন অথবা প্রতারণার শিকার হলে সেক্ষেত্রে আপনার সংস্থার করণীয় কি তা জানুন।
- আপিল প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।

## সহজলভ্যতা

অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া যতটা সম্ভব সহজ ও নিরাপদ করুন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখুন:

- প্রত্যন্ত এলাকার উপকারভোগীরা কিভাবে অভিযোগ জানাবে?
- মৌখিক অভিযোগ নেয়া যাবে কি? নাকি শুধুমাত্র লিখিত অভিযোগ নেয়া হবে?
- অন্য কারও হয়ে কি অভিযোগ জানানো সম্ভব (তাদের নিরক্ষরতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার হুমকি ইত্যাদির কারণে)?

## প্রক্রিয়া

অভিযোগ কিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে তা বর্ণনা করুন।

- একটি মানসম্মত অভিযোগ ফর্ম তৈরি করুন।
- অভিযোগ প্রদানকারীদের রসিদ দিন, সম্ভব হলে তাদের স্বাক্ষরিত ফর্মের অনুলিপি দিন।
- যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করুন। গৃহীত অভিযোগ ও এর সাড়া প্রদানের পরিসংখ্যান রাখুন।
- অভিযোগ ফাইলের গোপনীয়তা বজায় রাখুন। অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা থেকে যেন অভিযোগকারীকে চিহ্নিত করা না যায় তা নিশ্চিত করুন।
- কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠানের করণীয় জানুন।

### সাড়া প্রদান

উপকারভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে সাড়া প্রদান করুন।

- নিশ্চিত করুন যে প্রত্যেক অভিযোগের ব্যাপারে যথাযোগ্যী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক অভিযোগকারীকে তা যথাযথভাবে জানানো হয়েছে।
- সামঞ্জস্য রাখুন: একই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে একই রকমের সাড়া নিশ্চিত করুন।
- অভিযোগ প্রক্রিয়ায় সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং আপিলের ব্যবস্থা রাখুন।

### শিখন

অভিযোগ ও ভুল থেকে শিখন।

- তথ্য সংগ্রহ ও পরিবর্তনের ধরন যাচাই করুন
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্প কার্যক্রমে অর্জিত শিখনের ব্যবহার করুন

### কার্যক্ষেত্রে অভিযোগ ও সাড়া প্রদানের কৌশল

মেডএয়ার অক্টোবর ২০০৫ এ কাশীর ভূমিকম্পে জরুরি আশ্রয় সহায়তা ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রি বিতরণ করে। তারা শীঘ্রই উপলব্ধি করে, কমিউনিটির বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিযোগে সাড়া দিতে একটি পদ্ধতি থাকা দরকার। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও সাড়া দেওয়ার জন্য দিনের একটি ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা হয়। শুধুমাত্র এই সময়েই তারা অভিযোগ গ্রহণ করত।

একজন অভিযোগকারী প্রশাসক অথবা অফিস ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলতে পারত। সম্ভব হলে অনানুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ মিটিয়ে ফেলা হত। অন্যথায় অফিসের কর্মী একটি অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে মাঠ পর্যায়ে নিরূপণকারী দলের কাছে পাঠিয়ে দিত। অভিযোগটি কর্মী বা সদস্যদের বিরুদ্ধে হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপক তদন্ত করত।

অধিকাংশ অভিযোগ আসে ভূমিকম্পে বেঁচে যাওয়া মানুষের কাছ থেকে যারা কোনো আশ্রয় সহায়তা পায়নি। মেডএয়ার প্রকল্প এলাকার বাইরে থেকেও অভিযোগ আসে। এ সকল ক্ষেত্রে মেডএয়ার এলাকার সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করত। মাঝে মাঝে মেডএয়ার নিজে থেকেই সহায়তা করত। যদি নিরূপণকারী দল দ্বারা তদন্ত শেষেও অভিযোগটি বহাল থাকত, তবে মেডএয়ারের নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের সহায়তা করা হতো।

একটি স্প্রেডসিটে প্রতিটি গ্রাম থেকে করা অভিযোগের সংখ্যা এবং কয়টি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা নথিভুক্ত করা হয়। এগুলোর ফলে প্রকল্প কর্মীরা অগ্রগতি নিরূপণ এবং সকল অভিযোগকে প্রকল্প পরিকল্পনায় যুক্ত করতে সক্ষম হয়।

জরুরি সাড়া দান কার্যক্রমের শেষ পর্যন্ত, মেডএয়ার আনুমানিক ১৬০০ অভিযোগ নিয়ে কাজ করে, যা প্রাপ্ত অভিযোগের ৭০ ভাগ। সব অভিযোগের অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়নি কারণ, মার্চ ২০০৬ নাগাদ মেডএয়ার প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা শেষ হয়ে যায়। আরও অনুসন্ধান মানুষের মনে ভ্রান্ত প্রত্যাশা তৈরি করতে পারে। তাছাড়াও, ভূমিকম্পের পাঁচ মাস পর অধিকাংশ গৃহই পুনর্বাসন করা শেষ হয়ে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলোর মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ বহাল ছিল। তিনজন কর্মীর বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বরখাস্ত করা হয়।

অভিযোগের এ পদ্ধতি মাঠ পর্যায়ে মেডএয়ার কর্মীদের যথেষ্ট সময় বাঁচায় এবং ঘটতি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে মেডএয়ার ২৯০টি পরিবারকে সাহায্য করে অন্যথায় যাদের চাহিদা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

মেডএয়ার ছিল পাকিস্তানে নতুন। সীমিত স্থানীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অভিযোগ ও এর সাড়া প্রদান পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে তারা এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পেরেছে। প্রকল্পের শেষ নাগাদ জনগোষ্ঠী ত্রাণ বিতরণ ব্যবস্থার যে কোনো অসংগতির ব্যাপারে মেডএয়ারের সাথে যোগাযোগ করত। কারণ তারা বিশ্বাস করত যে, সংস্থাটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিবে।

উৎস: রিটেন কমিউনিকেশন উইথ রবার্ট স্ক্যাফোল্ড এ্যান্ড জন প্রাইমোর্স, মেডএয়ার (এডাল্টেড)।

## টুল ১৩:

## কিভাবে মৌখিক প্রতিবেদন দিবেন

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী পুরো প্রকল্প জুড়ে অংশগ্রহণ করলেও, কমিউনিটির কিছু মানুষ আছে যারা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি তথ্য জানবে। কিভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে প্রকল্পের মৌখিক প্রতিবেদন প্রদান করা যায় এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ এখানে দেয়া হল।

## প্রতিবেদনটি ছোট রাখুন

কোনো তথ্য গোপন না করে, জনগোষ্ঠীকে যা ঘটেছে তার মূল বিষয়গুলো মনে রাখতে সাহায্য করুন।

## জনগোষ্ঠীর কি জ্ঞান প্রয়োজন চিন্তা করুন

জনগণের চাহিদা উপযোগী একটি মৌখিক প্রতিবেদন তৈরি করুন।

## মূল বিষয় এর উপর গুরুত্ব আরোপ করুন

যদি সম্ভব হয় পোস্টার, উদ্ভূতি, ছবি, স্লাইড, টেবিল এবং চার্ট ব্যবহার করুন।

## অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করুন

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব, একটি প্যানেল (শ্রোতাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে কোনো আলোচনার জন্য নির্বাচিত বক্তাবৃন্দ) বা ছোট নাটিকা আয়োজন করতে পারেন।

## জনগণ যা চিন্তা করে সে বিষয়ে বলার জন্য উৎসাহিত করুন

প্রকল্প এবং এর পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণের ভিন্নধর্মী মতামত থাকতে পারে। কিভাবে এ বিষয়গুলো মোকাবেলা করবেন সে ব্যাপারে পূর্বেই চিন্তা করে রাখুন।

## গুনুন এবং কৌশলী হোন

জনগণ ভিন্নমত পোষণ করলেও তাদের সাথে একটি সুন্দর পরিবেশ এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। আলোচনা ইতিবাচকভাবে শেষ করুন।

উৎস: পার্টনারস ইন ইভালুয়েশন: ইভালুয়েটিং ডেভেলপমেন্ট এন্ড কমিউনিটি প্রোগ্রামস উইথ পার্টসিপেটন্স, © ম্যারি-থেরেজ ফ্যুরাস্টাইন ১৯৮৬। ম্যাকমিলান পাবলিশার্স লিমিটেড এর অনুমতিক্রমে পুনঃপ্রকাশিত।

## টুল ১৪:

## কিভাবে প্রকল্প সমাপ্ত করবেন

এই টুলটি প্রকল্প শেষে আপনার সংস্থার প্রস্থান সহজ ও স্বচ্ছ হতে সাহায্য করবে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্থানীয় সহযোগী সংস্থা এবং প্রশাসনের সকলের সংগঠিত কার্যক্রম ও এর কারণ সম্পর্কে জানা উচিত।

যে সকল বিষয়ে তাদেরকে জানাবেন সেগুলো নির্দিষ্ট করুন এবং কিভাবে জানাবেন ঠিক করুন।

এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

১. কর্মীদের সাথে দলীয় এবং ব্যক্তিগত সভা করা এবং প্রকল্প সমাপ্তি সম্পর্কে চিঠি প্রেরণ করা।
২. আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে আঞ্চলিক, জেলা ও গ্রাম নেতৃবৃন্দ, ব্যয়াজ্যেট এবং আনুষ্ঠানিক নেতৃবৃন্দের কাছে প্রকল্প সমাপ্তির বিষয়ে জানানো। চিঠির পাশাপাশি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো। গ্রাম নেতাদের কাছে প্রেরিত চিঠির একটি অনুলিপি নোটিশ বোর্ডে দেয়া।
৩. কর্মীদের সহায়তা করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নোত্তর প্রস্তুত করা যেন প্রকল্প সমাপ্তির বিষয়টি উপকারভোগীদের কাছে সহজে উপস্থাপন করতে পারে।
৪. এলাকার জনগণের সাথে বিদায় সভা সম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
৫. প্রকল্পের সাফল্য এবং শিখন নথিভুক্ত করা ও জানানো।
৬. অন্যান্য এনজিও এবং স্টেকহোল্ডারের কাছে চিঠি প্রেরণ। একই সাথে সরাসরি আলোচনা ও সভা করা।
৭. যারা আনুষ্ঠানিক মিটিং-এ উপস্থিত হতে পারবেন না, যেমন নারী এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, তাদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন করা অথবা বাড়িতে গিয়ে আলোচনা করা।
৮. নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন অনুসারে পোস্টার ও লিফলেট এর ব্যবস্থা করা।
৯. প্রকল্প কর্মকাণ্ডের উপর মতামত এবং ফিডব্যাক আহ্বান করা।
১০. সফল উদ্যোগ এবং জনগোষ্ঠীর সাথে ইতিবাচক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ সংগ্রহ করা। এগুলো জনগোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তর করা, যেমন- প্রকল্প হস্তান্তরের সময় প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা।
১১. জনগোষ্ঠীর কাছে প্রকল্প হস্তান্তর করার সময় যথাযথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা।
১২. প্রকল্প সমাপ্তি অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী মূল্যায়ন এবং অর্জিত শিখন নথিভুক্ত করা।

উৎস: টি. জর্জিনো (২০০৬) 'নোটস অন একাউন্টেবল এন্ড ইফেক্টিভ কমিউনিটিস হয়েন প্রোগ্রাম ক্লোজড' অক্সফোর্ড জিবি ফিলিপিনস্ (ইন্টারন্যাশাল, এডাপ্টেড)।

### অনুচ্ছেদ ০৭:

#### জবাবদিহিতার অন্যান্য পদক্ষেপ

গুড এনফ গাইড বিভিন্ন সংস্থার কাজের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে আলনাপ, হ্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, পিপল ইন এইড এবং ফিয়ার। বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিচের তথ্যসূত্র দেখুন।

#### আলনাপ (ALNAP)

রুম্বাভা গণহত্যার পর বিভিন্ন সংস্থার সাড়া প্রদানের যৌথ মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে আলনাপ প্রতিষ্ঠিত হয়। আলনাপ সদস্যদের মধ্যে রয়েছে দাতা সংস্থা, এনজিও, রেডক্রস/ রেডক্রিসেন্ট, জাতিসংঘ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ। শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, সাধারণ সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে, পদ্ধতি বা পন্থার উপর মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডের মান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আলনাপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

[www.alnap.org](http://www.alnap.org)

#### হ্যাপ ইন্টারন্যাশনাল (HAP International)

হিউম্যানিটারিয়ান একাউন্টাবিলিটি পার্টনারশিপ (HAP) ২০০৩ সালে বিভিন্ন স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাগুলো দুর্যোগে বেঁচে থাকা মানুষের প্রতি তাদের কাজের জবাবদিহিতা বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হ্যাপ সদস্যপদ পেতে হ্যাপের জবাবদিহিতার মূলনীতিগুলো ধারণ করার একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি দরকার। এই নীতিমালাগুলো পাঁচ বছরের কর্ম গবেষণা এবং মাঠ অনুশীলন এর ফল। হ্যাপ জবাবদিহিতা এবং মান ব্যবস্থাপনা কাঠামো একগুচ্ছ নিরক্ষণীয় (Auditable) পরিমাপক নিয়ে তৈরি। এটি উপকারভোগীদের প্রতি সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। হ্যাপ জবাবদিহিতা ম্যানুয়ালে গুড এনফ গাইড এর অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত আছে।

[www.hapinternational.org](http://www.hapinternational.org)



### পিপল্ ইন এইড (People In Aid)

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত পিপল্ ইন এইড (People In Aid) বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন ও মানবিক সংস্থাসমূহের একটি নেটওয়ার্ক। এটি সংস্থাগুলোকে সুষ্ঠু কর্মী ব্যবস্থাপনা এবং কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। এটি প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়নে সাহায্য করে। পিপল্ ইন এইড 'কোড অব গুড প্র্যাকটিসেস' সাতটি মূলনীতি ও বিভিন্ন সূচক নিয়ে তৈরি। একজন নিরপেক্ষ সমাজ নিরীক্ষক দ্বারা নিয়মিত কোডের প্রতি প্রতিশ্রুতি যাচাই করা যায়। [www.peopleinaid.org](http://www.peopleinaid.org)

### স্ফিয়ার (Sphere)

স্ফিয়ার (Sphere) ১৯৯৭ সালে এক দল মানবতাবাদী এনজিও এবং রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয়। স্ফিয়ারের মাধ্যমে একটি হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে মানবিকতার ঘোষণাপত্র (Humanitarian Charter), চারটি খাতের মানদণ্ড (পানি/স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যাবিধি; খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও খাদ্য সহায়তা; আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী এবং স্বাস্থ্যসেবা) সহ অন্যান্য সকল খাতের জন্য সাধারণ মানদণ্ড। এ ঘোষণাপত্র এবং মানদণ্ড, দুর্যোগে সহায়তায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অবদান রাখছে। ব্যবহারকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এ হ্যান্ডবুকটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সর্বশেষ ২০০৪ সালে করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পুনরায় করা হবে। [www.sphereproject.org](http://www.sphereproject.org)

### অনুচ্ছেদ ০৮:

#### উৎস, অন্যান্য তথ্য এবং শব্দ সংক্ষেপ

এই গাইডটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদের ক্রমানুযায়ী এই অনুচ্ছেদে প্রদত্ত তথ্যসূত্র দেয়া হয়েছে। 'উৎস' বলতে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের সূত্র বোঝানো হয়েছে। 'অন্যান্য তথ্য' এর ক্ষেত্রে পাঠককে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আরো প্রয়োজনীয় তথ্য কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রদত্ত সকল ইন্টারনেট ঠিকানা ডিসেম্বর ২০০৬ অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

#### প্রকল্পের প্রতিটি পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করা (অনুচ্ছেদ ০১)

##### উৎস

Bhattacharjee, A., Rawal, V., Fautin, C., Moore, J.-L., Kalonge, S. and Walden, V. (2005) 'Multi-Agency Evaluation of Tsunami Response: India and Sri Lanka Evaluation', CARE International, Oxfam GB, and World Vision International, available at: <http://www.ecbproject.org/publications/ECB2/Multi-Agency%20Evaluation%20%20India%20and%20Sri%20Lanka.pdf>

Gorgonio, T. and Miller, A. (2005) 'Need To Know List', Oxfam GB Philippines and Oxfam GB (internal).

The HAP Principles of Accountability, available at: <http://www.hapinternational.org/en/page.php?IDpage=3&IDcat=10>

IFRC (1994) 'The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief', available at: [http://www.ifrc.org/publicat/conduct/index.asp?navid=09\\_08](http://www.ifrc.org/publicat/conduct/index.asp?navid=09_08)

Jacobs, A. (2005) 'Accountability to Beneficiaries: A Practical Checklist', Mango for Oxfam GB, available at: <http://www.mango.org.uk/guide/files/draftaccountability-checklist-nov05.doc>

Phoeuk, S. (2005) 'Practical Guidelines on Humanitarian Accountability', Oxfam GB Cambodia (internal).

Sphere (2004) 'Common Standard 1: Participation', in *Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response*, Sphere Project, available at: <http://www.sphereproject.org/content/view/29/84/lang,English/>

Wall, I. with UN-OCHA (2005) "Where's My House?" : Improving communication with beneficiaries: an analysis of information flow to tsunami affected populations in Aceh Province', UNDP, available at: <http://www.humanitarianinfo.org/sumatra/reference/assessments/doc/other/UNDPWhereMyHouseFinal.pdf>

#### অন্যান্য তথ্য

Blagescu, M., de Las Casas, L., and Lloyd, R. (2005) 'Pathways to Accountability: A Short Guide to the Global Accountability Project Framework', One World Trust, available at: <http://www.oneworldtrust.org/pages/download.cfm?did=315>

Cabassi, J. (2004) 'Involvement of PLHA (People living with HIV/AIDS)', in *Renewing Our Voice: Code of Good Practice for NGOs Responding to HIV/AIDS*, the NGO HIV/AIDS Code of Practice Project, available at: <http://www.ifrc.org/Docs/pubs/health/hiv aids/NGOCode.pdf?health/hiv aids/NGOCode.pdf>

HAP International (forthcoming, 2007) 'Manual of Humanitarian Accountability and Quality Management'. UNHCR (2006) 'A rights-based approach including accountability to refugees', in *Operational Protection in Camps and Settlements*, available at: <http://www.unhcr.org/publ/PUBL/448d6c122.pdf>

#### দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিবরণ

প্রস্তুত করা (অনুচ্ছেদ ০২)

#### উৎস

Burns, S. and Cupitt, S. (2003) 'Managing outcomes: a guide for homelessness organisations', Charities Evaluation Services, available at: <http://www.cesvol.org.uk/downloads/managingoutcomes-16-22.pdf>

Clifton, D. (2004) 'Gender Standards for Humanitarian Responses', Oxfam GB (internal).

Feuerstein, M.-T. (1986) *Partners in Evaluation: Evaluating Development and Community Programmes with Participants*, Macmillan (adapted), available from: [http://www.talcuk.org/catalog/product\\_info.php?manufacturers\\_id=&products\\_id=225&osCsid=ed7945aaa4079bfe51af4fb2413c4cc6](http://www.talcuk.org/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=225&osCsid=ed7945aaa4079bfe51af4fb2413c4cc6). To order copies in bulk please contact Victoria Rose at Macmillan Education: [vrose@macmillan.com](mailto:vrose@macmillan.com)

Gosling, L. with Edwards, M. (2003) *Toolkits: a practical guide to planning, monitoring, evaluation and impact measurement*, Save the Children, available from: <http://www.savethechildren.org.uk/scuk/jsp/resources/details.jsp?id=594&group=resources&section=publication&subsection=details>

Groupe Urgence Réhabilitation Développement for ALNAP (2003) *Participation by Crisis-Affected Populations in Humanitarian Action: A Handbook for Practitioners, draft*, available at: <http://www.alnap.org/publications/gshandbook/gshandbook.pdf>

IFRC (2005) *World Disasters Report 2005*, available at: <http://www.ifrc.org/publicat/wdr2005/index.asp>

IFRC (2000) 'Disaster Emergency Needs Assessment', in *Disaster Preparedness Training Manual*, available at: [http://www.ifrc.org/cgi/pdf\\_dp.pl?disemnas.pdf](http://www.ifrc.org/cgi/pdf_dp.pl?disemnas.pdf)

Oxfam (no date) 'Background Information: Checklist for Rapid Assessments In Emergencies', (internal).

Schofield, R. (2003) 'Do's of interviewing beneficiaries', Medair (internal).

Sphere (2004) 'Common Standard 2: Initial Assessment', in *Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response*, Sphere Project, available at: <http://www.sphereproject.org/content/view/30/84/lang,English/>

Srodecki, J. (2001) 'World Vision Use of Sphere Standards in a Large Scale Emergency: A Case Study of the Spring 2001 Gujarat Response', World Vision International (internal).

USAID Centre for Development Information and Evaluation (1996) 'Conducting Focus Group Interviews', in *Performance Monitoring and Evaluation TIPS*, number 10, available at: [http://www.usaid.gov/pubs/usaid\\_eval/ascii/pnaby233.txt](http://www.usaid.gov/pubs/usaid_eval/ascii/pnaby233.txt)

Walden, V. M. (no date), 'Focus group discussion', Oxfam GB (internal).

World Vision (no date) 'Rapid child protection assessment form in situations of natural disasters', (internal).

#### অন্যান্য তথ্য

Cabassi, J. (2004) 'Involvement of PLHA (People living with HIV/AIDS)', in *Renewing Our Voice: Code of Good Practice for NGOs Responding to HIV/AIDS*, the NGO HIV/AIDS Code of Practice Project, available at: <http://www.ifrc.org/Docs/pubs/health/hivaids/NGOCode.pdf?health/hivaids/NGOCode.pdf>

Inter-agency Standing Committee (2006) *Women, Girls, Boys and Men: Different Needs – Equal Opportunities: A Gender Handbook for Humanitarian Action*, (draft), available at: <http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/documents/default.asp?docID=1948&publish=0>

Inter-agency Standing Committee (2005) *Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings (Arabic, English, French, Bahasa Indonesia or Spanish)*, available at: [http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf\\_gender/gbv.asp](http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp)

Jones, H. and Reed, B. (2005) *Water and Sanitation for Disabled People and Other Vulnerable Groups: Designing services to improve accessibility*, WEDC, available at: <http://wedc.lboro.ac.uk/publications/details.php?book=1%2084380%20079%209>

'Keeping Children Safe: Standards for Child Protection', available at: <http://www.keepingchildrensafe.org.uk>

Mobility International USA (2004) 'Checklist for inclusion', available at: [http://www.miusa.org/publications/freeresources/Checklist\\_for\\_Inclusion.pdf](http://www.miusa.org/publications/freeresources/Checklist_for_Inclusion.pdf)

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (2006) 'UNHCR Tool for Participatory Assessment in Operation', available at: <http://www.unhcr.org/publ/PUBL/450e963f2.html>

Slim, H. and Bonwick, A. (2006) *Protection: an ALNAP Guide for Humanitarian Agencies*, Oxfam, available at: [http://www.odi.org.uk/alnap/publications/protection/alnap\\_protection\\_guide.pdf](http://www.odi.org.uk/alnap/publications/protection/alnap_protection_guide.pdf)

USAID (2005) Field Operations Guide for Disaster Assessment and Response: Version 4.0, available at: [http://www.usaid.gov/our\\_work/humanitarian\\_assistance/disaster\\_assistance/resources/pdf/fog\\_v3.pdf](http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/resources/pdf/fog_v3.pdf)

Wells, J. (2005) 'Checklist for older persons in internally displaced persons camps' in 'Protecting and assisting older people in emergencies', HPN Network Paper 53, Overseas Development Institute, available at: <http://www.odihpn.org/report.asp?ID=2758>

Sphere (2004) 'Scope and limitations of the Sphere handbook', in Sphere *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response*, Sphere Project, available at: <http://www.sphereproject.org/content/view/23/84/lang,English/>

Walden, V. M. (2005) 'Community Indicators', Oxfam (internal).

#### অন্যান্য তথ্য

Jobs, K. (1997) 'Participatory Monitoring and Evaluation Guidelines, Experiences in the field, St Vincent and the Grenadines', DFID, available at: <http://portals.wi.wur.nl/files/docs/ppme/PPME.pdf>

Sigsgaard, P. (2002) 'Monitoring without indicators', *Evaluation Journal of Australasia* 2 (1), available at: [http://www.aes.asn.au/publications/Vol2No1/monitoring\\_without\\_indicators\\_msc.pdf](http://www.aes.asn.au/publications/Vol2No1/monitoring_without_indicators_msc.pdf)

Sphere (2004) 'Common Standard 3: Response', in Sphere *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response*, Sphere Project, available at: <http://www.sphereproject.org/content/view/31/84/lang,English/>

Sphere (2004) 'Common Standard 4: Targeting', in Sphere *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response*, Sphere Project, available at: <http://www.sphereproject.org/content/view/32/84/lang,English/>

#### জনগণের প্রত্যাশিত পরিবর্তন চিহ্নিত করা (অনুচ্ছেদ ০৩)

##### উল্ল

Bishop, L. (2002) 'First steps in Monitoring and Evaluation', Charities Evaluation Services, available at: <http://www.ces-vol.org.uk/downloads/firstmande-15-21.pdf>

Centre for Participation, NEF (2001) 'Prove it!', New Economics Foundation, available at: [http://www.neweconomics.org/gen/z\\_sys\\_publicationdetail.aspx?pid=52](http://www.neweconomics.org/gen/z_sys_publicationdetail.aspx?pid=52)

Clark, Margarita, Save the Children, interview.

Clarke, Nigel, interview.

Gosling, L. with Edwards, M. (2003) *Toolkits: a practical guide to planning, monitoring, evaluation and impact measurement*, Save the Children, available from: <http://www.savethechildren.org.uk/scuk/jsp/resources/details.jsp?id=594&group=resources&section=publication&subsection=details>

Oxfam GB (no date) 'Rebuilding Lives in Sri Lanka for Tsunami Affected People: Oxfam's Integrated Transitional Shelter Programme'.

প্রত্যাশিত পরিবর্তন হচ্ছে কিনা জানা ও ফিডব্যাক প্রক্রিয়াটি  
দ্বিগাণ্ডিক করা (অনুচ্ছেদ ০৪)

উৎস

Burns, S. and Cupitt, S. (2003) 'Managing outcomes: a guide for homelessness organisations', Charities Evaluation Services, available at: <http://www.ces.vol.org.uk/downloads/managingoutcomes-16-22.pdf>

Danish Refugee Council and HAP International (2006) 'Complaints-handling for the Humanitarian Sector: Seminar Report', available at: <http://www.hapinternational.org/en/complement.php?IDcomplement=57&IDcat=4&IDpage=76>

Feuerstein, M.-T. (1986) *Partners in Evaluation: Evaluating Development and Community Programmes with Participants*, Macmillan (adapted), available from: [http://www.talcuk.org/catalog/product\\_info.php?manufacturers\\_id=&products\\_id=225&osCsid=ed7945aaa4079bfe51af4fb2413c4cc6](http://www.talcuk.org/catalog/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=225&osCsid=ed7945aaa4079bfe51af4fb2413c4cc6). To order copies in bulk please contact Victoria Rose at Macmillan Education: [vrose@macmillan.com](mailto:vrose@macmillan.com)

Meissner R., Zachariah, A., and Schofield, R. (2005) 'Beneficiary feedback tools in West Darfur', HAP *International Newsletter* 5, August, available at: [http://www.hapinternational.org/pdf\\_word/887-Newsletter%20Issue%20no%205.doc](http://www.hapinternational.org/pdf_word/887-Newsletter%20Issue%20no%205.doc)

Schofield, R. and Primrose, J., Medair, written communication.

Walden, V. M. (2005) 'Monitoring and Evaluation', Oxfam (internal).

Watt, John, interview.

অন্যান্য তথ্য

CDA Collaborative Learning Projects (2005) 'Report of The Listening Project, Aceh, Indonesia', November, available at: <http://www.cdainc.com>

International Council of Voluntary Agencies (2006) 'Building Safer Organisations project: resources on protection from sexual exploitation and abuse', available at: <http://www.icva.ch/doc00000706.html>

Mango (2005) 'Who Counts? Financial Reporting to Beneficiaries: Why is it Important?', available at: <http://www.mango.org.uk/guide/files/whocounts-why-it-is-important-apr05.doc> People In Aid (2003) 'People In Aid Code of Good Practice in the Management and Support of Aid Personnel', available at: <http://www.peopleinaid.org/code/online.aspx>

Sphere (2004) 'Common Standard 5: Monitoring', in Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, Sphere Project, available at: <http://www.sphereproject.org/content/view/33/84/lang,English/>

Sphere (2004) 'Common Standard 6: Evaluation', in Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, Sphere Project, available at: <http://www.sphereproject.org/content/view/34/84/lang,English/>

## ফিডব্যাকের ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়ন করা (অনুচ্ছেদ ০৫)

### উৎস

Gorgonio, T. (2006) 'Notes on Accountable Exit from Communities when Programmes Close', Oxfam GB Philippines (internal).

Miller, Auriol, interview

Owubah, C., Greenblott, K., and Zwier, J. (2005) 'Top 10 C-SAFE Initiatives in Monitoring & Evaluation', CARE, CRS, World Vision, ADRA, USAID, available at: [http://pdf.dec.org/pdf\\_docs/PNADE672.pdf](http://pdf.dec.org/pdf_docs/PNADE672.pdf)

### অন্যান্য তথ্য

'Key Messages from ALNAP's Review of Humanitarian Action in 2003: Enhancing Learning at

Field Level and Evaluating Humanitarian Action', available

at:[http://www.alnap.org/publications/RHA2003/pdfs/RHA03\\_KMS.pdf](http://www.alnap.org/publications/RHA2003/pdfs/RHA03_KMS.pdf)

Prasad, R. R. (2006) 'Sri Lanka, Giving voice to people's grievance', ReliefWeb, 21 June, available at: <http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/ACIO-6QYDWJ?OpenDocument>

Roche, C., Kasynathan, N. , and Gowthaman, P. (2005) 'Bottom-up Accountability and the Tsunami', paper prepared for the International Conference on Engaging Communities, Oxfam Australia, Brisbane, 14–17 August, available at:

<http://www.engagingcommunities2005.org/abstracts/Roche-Chrisfinal.pdf>

### শব্দ সংক্ষেপ

আলনাপ (ALNAP)

দি এফটিভ লার্নিং নেটওয়ার্ক ফর একাউন্টাবিলিটি এন্ড পারফরম্যান্স ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন (The Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action)

সি-সেফ (C-SAFE)

কনসোর্টিয়াম ফর সাউদার্ন আফ্রিকা ফুড সিকিউরিটি ইমার্জেন্সি (Consortium for Southern Africa Food Security Emergency)

ইসিবি (ECB)

দি ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট (The Emergency Capacity Building Project)

হ্যাপ (HAP)

হিউম্যানিটারিয়ান একাউন্টাবিলিটি পার্টনারশিপ ইন্টারন্যাশনাল (Humanitarian Accountability Partnership International)

এনজিও (NGO)

নন-গভার্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন (Non-governmental organisation)

## ধন্যবাদ জ্ঞাপন

২০০৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে ব্যাপক আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গুড এনফ গাইড তৈরি করা হয়েছে। কর্মশালা, মাঠ পরীক্ষা, সরাসরি সাক্ষাৎকার, ই-মেইল এবং ফোনে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য নেয়া হয়েছিল। যে সকল সংস্থা এবং ব্যক্তি তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অবদান রেখেছেন দি ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট (The Emergency Capacity Building Project) তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে।

### প্রকল্প বাস্তবায়নকারী

ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল

### সম্পাদকমণ্ডলী

শেরিল হু  
ইভান স্কট  
গাই শেরক  
জুলিয়ান শ্রোডেকি  
পাওলিন উইলসন

### প্রকল্প কর্মী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক: পাওলিন উইলসন  
জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা কর্তা: মালাইকা রাইট  
প্রশাসন এবং সমন্বয়: সুসান লি,  
সারা জেরিন  
ইসিবি প্রকল্প পরিচালক: শ্রেণ ব্রেডি

### পরামর্শক

লেখক: সারা ডেভিডসন  
মাঠ পরীক্ষা নেতা: ক্রিসটফ লেনর্ড  
কর্মশালা নেতা: ঈমা জোয়েট, সিন লওরি,  
জুয়ান সাএনজ, এনা উরগতি

## যারা অবদান রেখেছেন

Odette Abascal, Zonia Aguilar. Roberto Álvarez, Barbara Ammrat, Ribka Amsalu, Penny Anderson, Hugh Aprile, Jock Baker, Olga Bornemisza, Catalina Buciu, Maribel Carrera, Saskia Carusi, Esteban Casado, Mario Chang, Zia Choudhury, Margarita Clark, Nigel Clarke, Carlos Consuegra, Larry Dersham, Assane Diouf, Jagannath K. Dutta, Velida Dzino, Charlie Ehle, Francisco Enríquez, Hani Eskandar, Andy Featherstone, Mark Ferdig, Dane Fredenburg, Pamela Garrido, Meri Ghorkhmazyan, Juan Manuel Girón, Kent Glenzer, Krishnaswamy Gopalan, Ting Gorgonio, Marianna Hensley, Maurice Herson, Amy Hilleboe, Claudia Hoechst, Holly Inurretta, Iraida Izaguirre, Mark Janz, Alison Joyner, Nfanda Lamba, Liz Larson, Caroline Loftus, Richard Luff, Florame S. Magalong, Paul Majarowitz, Thabani Maphosa, Elisa Martinez, Daryl Martyris, Ayman Mashni, Cherian Mathew, Auriol Miller, Amilcar Miron, Eleanor Monbiot, Otilia Judith Mulul, Mayra Muralles, Mamadou Ndiaye, Monica Oliver, Danadevi Paz, Marion O'Reilly, Oxfam Aceh team, Chris Palusky, Warner Passanisi, Joshua Pepall, Sok Phoeuk, Adán Pocasangre, Maura Quinilla, Adhong Ramadhan, Lynn Renken, Claudia Reyna, Karen Robinson, Blaise Rodriguez, Mónica Rodríguez, Luis A. Rohr, Susan Romanski, Jim Rugh, Lauren Sable, Abdoulaye Sagne, Marco Vinicio Salazar, Robert Schofield, La Rue Seims, Daniel Selener, Gretchen Shanks, Juan Skinner, Aaron Skrocki, Clare Smith, Ingvild Solvang, Megan Steinke, Nicholas Stockton, Beatrice Teya, Ibrahima Thiandoum, Jutta Teigeler, Cristóbal Ventura, María E. Vidaurre, Carol Toms, Vivien Margaret Walden, Caroline Wegner, John Watt, Kelly Williams, A. Judi Wirjawan, Sharon Wilkinson, Ton van Zutphen

নোট রাখুন



## শুভ এনাক গাইড- বাংলাদেশ সংযোজন বাংলা সংস্করণের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দুর্যোগ বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়। যে কোনো জরুরি অবস্থায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জবাবদিহিতা এবং প্রভাব পরিমাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানবিক সেবামূলক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং প্রভাব পরিমাপ করার মাধ্যমেই শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঠিক চাহিদা নিরূপণ, চাহিদা অনুযায়ী সাড়া প্রদান ও জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। এই প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে ইন্টারন্যাশনাল কনসার্টেড প্রজেক্ট (ইসিবি) বাংলাদেশ কনসার্টেড “গুড এনাক গাইড” এর বাংলা সংস্করণের উদ্যোগ নেয়।

বারবারা বারুজ, ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউএসএ ও মোঃ হারুন অর রশিদ, ইসিবি বাংলাদেশ কনসার্টেড ম্যানেজার এর তত্ত্বাবধানে নিরাপদ সংস্থা ‘শুভ এনাক গাইড’ এর বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করে। প্রথমে একজন মূল অনুবাদকের তত্ত্বাবধানে নিরাপদ অনুবাদ দল খসড়া বাংলা করার কাজটি সম্পন্ন করেন। ইসিবি কনসার্টেড প্রথিতযশা দুর্যোগ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে, যারা বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলা গাইডটি পর্যালোচনা করেন। একই সাথে ইসিবি কনসার্টেডের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ পৃষ্ঠানুপৃষ্ঠভাবে বাংলা গাইডটি পর্যালোচনা করেন। সম্পাদনা পরিষদ এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ কয়েকটি সভার মাধ্যমে দুর্যোগ সফলিষ্ট বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার বাংলা পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত হন। একজন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ অনুবাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পুরো গাইডটি পর্যালোচনা করেন। এ প্রতিয়ার মাধ্যমে বাংলা ‘শুভ এনাক গাইড’ এর প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত হয়। ১ অক্টোবর ২০০৯, খসড়া বাংলা গাইডটির মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষার জন্য খুলনায় এক দিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শের ভিত্তিতে নিরাপদ বাংলা গাইডটি পুনঃনিরীক্ষণ করে এর চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করে। ২ নভেম্বর ২০০৯, ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছে (যেমন: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, সিডিএমপি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) চূড়ান্ত খসড়াটি উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালার সুপারিশগুলো বিবেচনা করে ‘শুভ এনাক গাইড’ এর চূড়ান্ত বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়।

এই গাইডের বাংলা সংস্করণে জরুরি অবস্থা বলতে দুর্যোগের সময় সৃষ্ট অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যখন জনগোষ্ঠী নিজস্ব সামর্থ্য দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে না এবং মানবিক বিপর্যয় এড়াতে বাহিরের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

আমরা দাবি করবো না যে অনুবাদের কাজটি আমরা সম্পূর্ণ নিঃসৃতভাবে করতে পেরেছি, তবে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীকৃত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আপনাদের মতামত ও পরামর্শ প্রকাশনাটিকে ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ করবে।

## শুভ এনাক গাইড- বাংলাদেশ সংযোজন কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনুবাদ, অনুবাদ পর্যালোচনা, প্রতিশব্দ চয়ন ও সংযোজন এবং সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন:

### সার্বিক তত্ত্বাবধান

বারবারা বারুজ, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউএসএ

### সমর্থন

মোঃ হারুন অর রশিদ, ইসিবি বাংলাদেশ কনসার্টেড  
কাজী সাহিদুর রহমান, নিরাপদ

### অনুবাদক

মোস্তার হোসেন, নিরাপদ  
নিগার দিল নাহার, নিরাপদ  
কাজী সানজিদা লিসা, নিরাপদ  
মোহাম্মদ আশেফে এলাহী, নিরাপদ  
সাবকাত কামাল, নিরাপদ  
সিদ্দিকী রুবেল, নিরাপদ

### অনুবাদ পর্যালোচনা

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, সিআরএস  
স্টিফেন কে হালদার, ওয়ার্ল্ড ভিশন  
মোস্তফা কামাল, সেভ দ্যা চিলড্রেন এ্যালায়েন্স  
মুর্শিদা আক্তার, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউএসএ  
মোঃ আমিনুর রহমান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

### সম্পাদনা পরিষদ

ড. আবদুল ওয়াহাব, বাংলা একাডেমী  
প্রফেসর আমানত উল্লাহ খান, ডিআরটিএমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  
ড. শান্তনা হালদার, সিডিএমপি  
ড. ফুয়াদ এইচ মল্লিক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

### চূড়ান্ত প্রমাণ

ড. আবদুল ওয়াহাব, পরিচালক, বাংলা একাডেমী

### বিশেষ ধন্যবাদ

আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাঠ পর্যায়ের ও জাতীয় কর্মশালায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, সিডিএমপি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের প্রতি যারা গাইডটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। সর্বোপরি ইসিবি কনসার্টেডের সহযোগী সংস্থা হিসেবে গাইডটির বাংলা সংস্করণের সম্পূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিরাপদকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

**শুভ এনএফ গাইড- বাংলাদেশ সংযোজন**  
**গাইডে ব্যবহৃত বাংলা প্রতিশব্দ**

Accountability	জবাবদিহিতা
Affected people	ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ
Assessment	নিরূপণ
Beneficiaries	উপকারভোগী
Capacity building	সক্ষমতা বৃদ্ধি
Child Protection	শিশু সুরক্ষা
Community	জনগোষ্ঠী
Complaints and Response	অভিযোগ গ্রহণ এবং সাড়া
Mechanism	প্রদান প্রক্রিয়া
Consultation	পরামর্শ/আলোচনা
Contributions	অবদান
Document	নথি
Emergency	জরুরি/দুর্যোগ
Emergency Response	জরুরি/দুর্যোগে সাড়া প্রদান
Emergency Situation	জরুরি অবস্থা
Exit Strategy	বিদায় কৌশল
Facilitator	সহায়তাকারী
Feedback	ফিডব্যাক
Humanitarian	মানবিক সেবামূলক
Indicators	সূচক
Impact Measurement	প্রভাব পরিমাপ
Key Informant	মূল তথ্য সরবরাহকারী
Profile	বিবরণ
Project	প্রকল্প
Random Sampling	টৈব চয়ন
Secondary Information	সেকেন্ডারী ইনফরমেশন
Standard	মানদণ্ড
Survey	জরিপ
What is ...	সংজ্ঞা